BENG
9 – JUN [illegible]

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র

প্রণীত।

[illegible]

আয়েষা।

(গীতি-নাট্য)

মিনার্ভা থিয়েটারে ১৩১৬ সাল ২২শে জ্যৈষ্ঠ শনিবারে,
প্রথম অভিনীত।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ।।০ আনা।

IMPERIAL ... 8. SEP. 10

PRINTED AT THE KUSUMIKA PRESS,
89, Bondon Street, Calcutta. By K. M. Sircar

গীতি-নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আওরঙ্গজেব	মোগলসম্রাট্।
মহম্মদ	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
মিরজুম্লা	ঐ উজির।
সাহাসুজা	বঙ্গীয় সুবাদার।
রাখের	ঐ সহচর।
আলিবর্দ্দী	ঐ ঐ।
মুস্কি শিকদার	ঐ অনুচর।

ওম্রাহগণ, খোজাগণ, বাদীগণ, ও প্রহরীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

পিয়ারিবানু	সাহসুজার পত্নী।
আয়েষা	ঐ কন্যা।
রিজিয়া	মহম্মদের পাঠানী পত্নী।
আমিরণ	রাখেরের স্ত্রী ও আয়েষার সহচরী।
মেহেরা	রিজিয়ার অনুচরী।

তাতার প্রহরিণীগণ, বাঁদিগণ ইত্যাদি।

"আয়েষা"

১৩১৬ সাল, ২২এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

সত্বাধিকারী	... ...	শ্রীযুক্ত মনমোহন পাঁড়ে
অধ্যক্ষ	... .	শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ
শিক্ষক	...	ঐ { হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ
সঙ্গীত শিক্ষক	... ...	ঐ দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি
নৃত্য শিক্ষক	... ...	ঐ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু
ঐ সহকারী	... ...	ঐ সাতকড়ি গাঙ্গুলী
বংশী বাদক	... ...	ঐ অমৃতলাল ঘোষ
হারমোনিয়ম বাদক	...	ঐ তারাপদ রায়
পিয়োনো বাদক	... ...	ঐ বেণীভূষণ বসাক
তবলা বাদক	... ...	রজনী কান্ত ঘোষ
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	...	কালীচরণ দাস
ঐ সহকারী	... ...	ঐ পঞ্চানন ঘোষ
বেশকারী	... ...	ঐ { হরেকৃষ্ণ রায় নন্দলাল গাঙ্গুলী

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

আওরঙ্গজেব	...	শ্রীতারকনাথ পালিত
মীরজুমলা	...	শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহম্মদ	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শাহসুজা	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
বাগের	...	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ
আলিবর্দ্দী	...	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য
বৃদ্ধ সিকদার	...	শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তি
পিয়ারি বাঈ	...	শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দাসী
রিজিয়া	...	শ্রীমতী সরোজিনী দাসী
আয়েষা	,,	সুশীলাবালা দাসী
আমিরণ	,,	তিনকড়ি দাসী
মেহেরারা	,,	চারুবালা দাসী
১ম বাঁদী	,,	নলিনী বালা দাসী
২য় বাঁদী	,,	নীরদা সুন্দরী
সখিগণ	,,	নীরদা সুন্দরী, তিনকড়ি দাসী, চারুবালা, সরলাবালা, রাধারাণী, নলিনীবালা, আনারমণি, সখিমণি, সরোজিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী, বউ, রাজরাণী, সরযূবালা, মনিবালা, উমাঙ্গিনীদাসী, বসাকগনী, ননীবালা, কেলো, প্রফুল্লকুমারী ইত্যাদি।

আয়েষা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আগরা-রিজিয়া বেগমের মহলস্থ মর্ম্মর-সোপনাবলীর সম্মুখভাগ। প্রাতরাশের দ্রব্যাদি সম্বলিত চৌকি সম্মুখে অবনতমুখী রিজিয়া উপবিষ্টা।

(পাঠান বাঁদীগণের যন্ত্রাদি সংযোগে গীত।)

আমরা সুখের বাজারে কিনিতে এসেছি—
বুক ভরা সুখ, মুখ ভরা হাসি, হৃদয় ভরা ভালবাসা।
আমাদের আর কিছু নাই আশা॥

বুকে দুখের যাতনা রবে না,
কাঁদে চোখ ফেটে জল ব'বেনা,
বিরহ ব্যথা বা বিষাদ বিকারে হা হুতাশ কারো হবে না;—
এই হৃদয় মাঝারে—
প্রেমের মলয় মারুত কেবলই করিবে যাওয়া আসা॥

[গীতান্তে বাঁদীগণের প্রস্থান।

BENG. LIBRARY 9 — JUN 1909

(সোপান বাহিয়া মেহেরার অবতরণ)

মেহে। একি সাহাজাদি! খাবার দাবার যেমন তেমনি রয়েছে যে! কিছু খাওনি?

রিজি। না, মনে ছিল না।

মেহে। মনে না থাক্‌বার কথা বটে; এখন একটা জিনিষ দেখবে?

রিজি। কি?

মেহে। এক খানা তস্‌বীর।

রিজি। কৈ দেখি। (দেখিতে দেখিতে) এ কার? কোথায় পেলি?

মেহে। কার তা জানি না! পেলুম তোমার সাজাদা সাহেবের পালঙ্কের ওপর! কেমন তস্‌বির খানি, বেস্ না?

রিজি। বেস্ বটে, কিন্তু আমার এই পায়ের তলায় থাক্‌বার যোগ্য! (পায়ের তলে ক্ষেপণ।)

মেহে। ওকি? ওকি? তস্‌বিরের দোষ কি?

রিজি। তস্‌বিরের দোষ কি? মেহেরা! হয়ত ওই তস্‌বিরের জন্যই আমি স্বামী সুখে সুখী হ'তে পাচ্ছিনা! আমি গোলকুণ্ডার রাজকন্যা, পাঠানের ঔরসে আমার জন্ম, মোগল সম্রাট আলমগীরের পুত্রবধূ আমি; ওই তস্‌বির যে হতভাগীর, হয় ত তারই জন্য আমায় বাঁদীর অধম হ'য়ে থাক্‌তে হয়েছে। আবার বলছিস্, তস্‌বিরের অপরাধ কি? ওই তস্‌বির পায়ে থেঁতলে, যার তস্‌বির, তার বুকে ছুরি মেরে, তবে আমি নিশ্চিন্ত হ'ব।

মেহে। ওই তস্‌বির যার, তার জন্যই যে তুমি স্বামীর সোহাগে বঞ্চিত হয়েছ, এমনটা যদি না হয়! এর যদি অন্য কোন কারণ থাকে?

রিজি। আর কোন কারণ নেই মেহেরা, আর কোন কারণ নেই! যেদিন থেকে তিনি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না—সেই দিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছে, এর ভেতর আর কোন সর্ব্বনাশী আছেই আছে। অনেক চেষ্টা ক'রেছি, কিছুতে কিন্তু এর রহস্য ভেদ ক'রতে পারিনি; আজ তুই আমার চক্ষু খুলে দিলি। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি ওই সর্ব্বনাশীর জন্যই স্বামী আমার পর হ'তে বসেছেন।

মেহে। ও কে—বেঁচে আছে কি ম'রে গেছে—তা না জেনে তুমি যে একেবারে পাগল হ'বার মত হ'চ্ছ—সেটা ঠিক কি?

রিজি। ও যেই হোক, স্বামীর ভালবাসার পাত্রী না হ'লে, ও তস্‌বির বিছানায় রাখবেন কেন?

(মহম্মদের দ্রুতবেগে প্রবেশ ও সোপানে আরোহণ)

এত তাড়াতাড়ি কোথা যাচ্ছেন?

মহ। একটা জিনিস ফেল'ল গেছি, তাই আনতে যাচ্ছি।

রিজি। কি জিনিস? একখানা তস্‌বির তো?

মহ। হাঁ! কোথায় সে তস্‌বির?

রিজি। তস্‌বির আমার এই পায়ের তলায়।

মহ। কি! পায়ের তলায়! এত বড় স্পর্দ্ধা! দাও, তস্‌বির দাও!

রিজি। না—দেবনা! চুরমার কোরে ভেঙ্গে ফেলবো!

মহ। দাও বল্‌ছি!

রিজি। কার তস্‌বির?

মহ। —যার তস্‌বির—আমাদের অন্তঃপুরে তার পায়ের কড়ে আঙ্গুলের যোগ্য কেউ নাই!

রিজি। এত বড় কথা? কে সে?

মহ। সে যেই হোক্—তোমার তা জানবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

রিজি। অবশ্য আছে: আমি তোমার বিবাহিতা পত্নী—বাঁদী নই। আমি জান্‌তে চাই, কে সে, যে আমার স্বামী-সোহাগের অংশী হোয়ে ব'সেছে? আর জান্‌তে চাই, পাঠান কন্যার অস্ত্রাঘাত সহ্য ক'রবার বল তার বুকে আছে কি না?

মহ। হোঃ! স্বামি সোহাগ! তুমি পাঠান-নন্দিনী বটে, কিন্তু মোগল নন্দিনীর মত বুদ্ধি থাক্‌লে, বুঝতে পার্তে যে, যার তস্‌বির আমি বুকে ক'রে রাখি, সে তোমার বহু পূর্ব্বে আমার হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হ'য়ে আছে। তার সোহাগ আজকের নয়; বাল্য-জীবনের মধুরতা-মণ্ডিত সোহাগ—কৈশোরের সরলতা-সিঞ্চিত সোহাগ—যৌবনের সর্ব্বস্ব-সমর্পিত সোহাগ আমাকে তার, তাকে আমার ক'রেছে।

রিজি। যদি তাই হয়, তবে তুমি আমায় বিবাহ ক'রলে কেন?

মহ। সে কথা তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রো?

রিজি। নির্দ্দয়! নিষ্ঠুর! এই কি তোমার সদুত্তর? যুদ্ধে

পরাজিত পিতা আমার অনন্যোপায় হয়ে, নিজের কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়ে, তোমারি ক'রে আমায় সম্প্রদান ক'রেছিলেন ; আমিও অনন্যোপায় হ'য়ে, আত্মসম্ভ্রমে বলি দিয়ে তোমার করে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেম—এই কি তার ফল ?

মহ। এই ফল ব্যতীত আর কি হ'তে পারে ? তোমার মত উগ্রস্বভাবা, অধীরা বামার অদৃষ্টে আর কি সম্ভবে ? যে পত্নী পতির প্রতি এইরূপ কর্কশ ভাষা প্রয়োগ ক'রতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হয় না, সে যে এখনও আমার মত পতির পত্নীত্বের গর্ব্ব ক'রতে সাহস পাচ্ছে, এই যথেষ্ট ! সাবধান !—আর অধিক অগ্রসর হ'লে নিজের নিজত্বে বলিদান দিতে হবে, এটা যেন স্মরণ থাকে !

রিজি। নিষ্ঠুর ! নিষ্ঠুর ! আবার বলি—নিজের নিজত্বে বলি দিতে পাঠান-নন্দিনী আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই ! এখন কেবলমাত্র জিজ্ঞাস্য আমার—এ সর্ব্বনাশিনী কে ? হয় বল—নতুবা এখনি এই নিজের ছুরিকা নিজের বক্ষে প্রবেশ করা'ব—নয়, আর কি ক'রব তা এখনও স্থির ক'রতে পা'রছি না !

মহ। এই ত্রিভুবন সুন্দরী কিশোরী আমার জ্যেষ্ঠতাত সাহ সুজার কন্যা, নাম আয়েষা ; দাও, তসবির দাও।

রিজি। এই নাও। (ক্ষেপনান্তর) শয়তানীর তসবির তুমি বুকে রাখ, আর আমি নিজের বুকে নিজে ছুরি মা'রব, নয় তার বুকে ছুরি মেরে, এ বুকের নরকাগুণ নির্ব্বাণ ক'রব।

মহ। হাঃ হাঃ হাঃ! তার বুকে ছুরি? পাঠান-নন্দিনি! তুমি মর্ত্ত্যের, সে স্বর্গের অপ্সরী! সে বহু দূরে, আগরায় নয়, বঙ্গে!

রিজি। তবে আমার বুকে এই ছুরি মা'রব!

মহ। সাধ্য কি! (ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া) প্রহরিণি!

(তাতার-প্রহরিণী-প্রধানার প্রবেশ ও অভিবাদন)

সাবধান! তোমাদের এই প্রভুপত্নীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে, আত্মঘাতিনী না হয়!

[প্রস্থান।

রিজি। মেহেরা! মেহেরা! কি হ'ল? কি হ'ল? আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল? এত কঠোর কথাতো আমি জীবনে কখনও শুনি নি! এ পত্নীত্বে আমার ফল কি? এ ছার প্রাণ রেখেই বা আমার কি লাভ হবে? কি ঘৃণা! কি বিদ্বেষ! কি শ্লেষ! এত দৌরাত্ম্য স্বামীর! এ আমি কেমন করে সহ্য করি? হস্তে অস্ত্র নাই—পাথরের ভিত্তিতো আছে, এখনি এ মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ ক'রব।

(তথাকরণের উদ্যোগ)

মেহে। (ধারণ করিয়া) ছি ছি সাহাজাদি! একি কর? স্বামী স্ত্রীর বিবাদ ক্ষণস্থায়ী! একটু শান্ত হও!

রিজি। শান্ত হ'ব? কি বলিস মেহেরা! শান্ত হ'বার মত আর আমার কি আছে? কি আশায় আমি আর এ ছার প্রাণ রক্ষা ক'রব? স্বামী সম্পূর্ণ বিরূপ, পরের অনুরাগে তাঁর হৃদয় একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, আজ

কঠোর কথার অশনি-সম্পাত! কাল্ পদাঘাত! এ নয় কি? বল্ দেখি মেহেরা এ নয় কি? (রোদন)।

মেহে। ছি ছি! ওকি সাহাজাদী! তা'কি হতে পারে? রাগ করে, কি কেঁদে, কেন আপনার কার্য্য নষ্ট করে? আজ কথান্তর হয়েছে বটে, কিন্তু কাল আর থা'কবে না—তিনি আপনিই আবার তোমায় শান্ত ক'রবেন।

রিজি। সে আশা, দুরাশা! মেহেরা! ও আশার প্রলোভনে আমায় ভুলাস নি! এ হৃদয় আর শান্ত হবে না! অশান্তি-আগুণে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে যা'চ্ছে! আমি যেমন পু'ড়ছি—তেম্‌নি পোড়াব, যেমন দাগা প্যাচ্ছি—তেম্‌নি দাগা দেবো, যেমন বিষে জর্জ্জরিত হচ্ছি,-তেম্‌নি বিষে জর্জ্জরিত ক'রব। আমি আর সান্ত্বনার কথা শু'নব না। যে এখন আমায় পিশাচী হ'তে ব'লবে—তাকে ভালবাসব, যে আমায় এখন সাপিনী হ'য়ে দংশন ক'রতে শেখাবে—তা'কে আমি আমার ব'লে স্বীকার ক'রব, যে আমায় কেমন ক'রে শত্রুরক্ত পান ক'রতে হয়,তার উপায় ব'লে দেবে—তাকে কোলে ক'রে না'চব! বল্, মেহেরা বল্, পারবি? পা'রিস তো বল্—তোকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দেব, আর না পারিস তে বল্, -তোকে আমার কাছ থেকে দূর ক'রে দিয়ে, অপর কোন বাঘিনীর শরণাপন্ন হব।

মেহে। সাহাজাদি! আমিও পাঠান-নন্দিনী—প্রয়োজনে আমিও বাঘিনী সা'জ্‌তে পারি! কিন্তু কথা এই—

নিজের কার্য্য নিজে নষ্ট করা উচিত নয়—এটা আমি বুঝি। স্বামী পরের অনুরাগী—বেস, তাই ব'লে কি সে অনুরাগ ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা না করে, নিজের বুকে ছুরি মেরে মরা ভাল, বা সেই স্বামীকে বিরক্ত করে, তার সেই অনুরাগ বৃদ্ধি ক'রে দেওয়া ভাল? আগে চেষ্টা ক'রে দেখ, স্বামীকে ফেরাতে পার, খুব ভাল; নইলে মারা কি মরা তো অধিক দূরের কথা নয়। মানুষ ছুরিতেও মরে, বিষেও মরে, উদ্বন্ধনেও মরে, জলে ডুবেও মরে—সে কাজ পথে ক'তে পারে; এখন আগেকার কায আগে কর; বুঝলে কি? ভালবাসা ভোলাই এস!

রিজি। তা' কি ক'রে হবে—এ যে আগেকার অগাধ ভালবাসা!

স্নেহ। কি ক'রে হবে, তারই পরামর্শ করিগে চল—কেঁদে ককিয়ে, মাথা খুঁড়ে, যে কা'য হবার নয়, সে কাযে কায নাই; চল।

[উভয়ে সোপানারোহণ ও প্রস্থান।

(অন্যান্য তাতার প্রহরিণীগণের প্রবেশ)

(প্রহরিণীগণের গীত।)

বর্ম্মে আবরি, বিনোদ এ বপু, চর্ম্ম কৃপাণ ধরিয়া।
তাতারবাসী রমণী আমরা আছি এ হর্ম্ম্য ভরিয়া॥
মহলে মহলে, দলে দলে দলে, কর্ম্ম মোদের প্রহরা,
রুক্ষ নয়ন, সূক্ষ্ম চাহনি, সহজে আমরা প্রখরা;
দৃষ্টি এড়ায়ে কেহ নাহি যাবে দুষ্ট করম করিয়া।
কষ্ট প্রভুরে তুষ্ট যে করি, নষ্ট জঞ্জাল হরিয়া॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী—সম্রাটের গোসলখানার পুরোভাগ।

(আওরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আও। (স্বগতঃ) দারা—বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্। সুজা—সুন্দর, সত্যবাদী। মোরাদ—সাহসী, বীর। আওরঙ্গজেব? কুৎসিৎ, কদাকার, নির্ব্বোধ, মূর্খ, মিথ্যাবাদী, ভীরু। দারা দিল্লীর সিংহাসনে ব'সবে, সুজা ধনধান্যশালিনী, সুজলা, সুফলা বঙ্গের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে থাকবে, মোরাদ বীর দর্পে দৃপ্ত পঞ্চনদবাসীর প্রেম-প্রবণ হৃদয়ে সিংহাসন পাতবে। আর আওরঙ্গজেব? সুদূর দাক্ষিণাত্যের বিশৃঙ্খল অধিবাসিবর্গের সঙ্গে হয় যুদ্ধে, নয় তদ্দেশজাত সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'রবে। কি সুন্দর বিচার! দিল্লীশ্বর সাজাহান বাদসাহের মমতার কি মহীয়সী মহিমা! দিল্লীশ্বর মনে করেছিলেন যে তিনিই তাঁর সন্তানদের ভাগ্যচক্র নিয়মিত ক'রবেন। কিন্তু উপরে যে দিল্লীশ্বরের উপরের ঈশ্বর, বাদসাহের পাদসাহ—নিজের তৌল দাঁড়িতে সকলের ভাগ্য সমান হিসাবে ওজন ক'রে থাকেন, সেটা তাঁর মনে ছিল না।

(মীরজুম্লার প্রবেশ ও অভিবাদন।)

মীরসাহেব! আওরঙ্গজেবের দুই হস্ত যে আপনি আর সাহাজাদা মহম্মদ,—তা' বোধ হয় বারম্বার স্মরণ করিয়ে দেবার আবশ্যক নাই। আপনাদের দুই জনকে ব্যতীত অপর কাকেও যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে আমার প্রবৃত্তি হয় না—তা'ও বোধ হয় অবগত আছেন?

মীর। সেটা জাঁহাপনার অনুগ্রহ!

আও। অনুগ্রহ নয় মীরসাহেব; উপযুক্ত পাত্র বিশেষে বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যক! এখন যে জন্য আপনাকে আহ্বান ক'রে আনিয়েছি, তা' শুনুন।

মীর। আজ্ঞা করুন।

আও। মোরাদ নিজ দোষে কারারুদ্ধ। দারা সম্পূর্ণ পরাজিত—এক্ষণে তা'র দ্বারা আর কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। এখন একমাত্র সুজা—কজওয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরে পলায়ন করেও সে নিশ্চিন্ত হয় নি। পুনরায় নব বল সংগ্রহ ক'রে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হ'বার চেষ্টায় আছে। গুপ্তচর মুখে আমি সমস্ত অভিপ্রায় অবগত হয়েছি; এক্ষণে তাকে দমনের উপায় প্রয়োজন।

মীর। আজ্ঞা করুন। কি উপায়ে দমন করা যায়?

আও। মীর সাহেব! সিংহাসনের কণ্টক একেবারে অপসারিত করাই কর্ত্তব্য! এখানে, এই পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, বিশেষ চিন্তার বিষয় এখন অত্যল্প মাত্র।

যা' কিছু সামান্য আছে, তা" আমার ও অন্যান্য সেনাপতিগণের দ্বারা সহজে সম্পাদিত হবে। সম্পূর্ণ বল প্রয়োগে, এখন সুজাকে সমূলে নির্ম্মূল করাই আপনার প্রধান কার্য্য বলে জা'নবেন। সঙ্গে সাহাজাদা যাবেন, লক্ষ্য রাখবেন; লক্ষ্যের বাহির গিয়ে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন। বালক বলবান্ হ'লেও, বুদ্ধিমান হয় না।

মীর। যে আজ্ঞা! সুলতান সাহ সুজার নিকট হ'তে যে দূত এসেছে, তার প্রতি কি আদেশ?

আও। তাকে লয়ে আসুন।

[মীরজুম্লার প্রস্থান।

সময়ে স্বল্প বিশ্বাস চলে—কখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস চলে না। একেবারে পরহস্তে আত্ম সমর্পণ মূর্খের কায।

(মহম্মদের প্রবেশ।)

সাহাজাদা! প্রস্তুত হও! প্রথমতঃ মুঙ্গের—তার পর রাজমহল—তারপর বঙ্গের যে কোন স্থানে যেতে হবে; বুঝলে? কার্য্য শেষ করা চাই! সঙ্গে উজীর রইলেন, সতর্ক দৃষ্টি রেখো, পিতৃ কার্য্য কেউ পণ্ড না করে।

মহ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(মীরজুম্লাসহ বাখেরের প্রবেশ।)

বাখে। সাহানসা বাদসা কি এ নফরকে স্মরণ করেছেন?

আও। হাঁ। ভাই সাহেবের আদেশ কি তা'ই শুনতে আমার বড় কৌতুহল হয়েছে, কিন্তু সে কৌতুহল নিবারণের অগ্রে, ভাই সাহেবের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ও তাঁর পত্নী ও পুত্র, কন্যা, পরিজনগণের সুস্থতা জ্ঞাপন ক'রে, আমায় সুখী কর।

বাখে। বাদশাহ! এ প্রশ্নপ্রস্তাব আপনার ন্যায় ভ্রাতৃ বৎসলের উপযুক্ত বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এর প্রকৃত উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না। আপনার অস্ত্রক্ষত এখনও তাঁর বক্ষে বর্ত্তমান। সুতরাং শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতার কথা—আপনি বিশেষ বিজ্ঞ ও বিবেচক—সহজেই অনুমান করতে পাচ্ছেন। তবে মানসিক অবস্থার কথা,আমি তাঁর নিজের কথাতেই নিবেদন ক'রছি। আপনি যে পীড়িত, বৃদ্ধ বাদশাহকে বন্দী করে রেখেছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত।

আও। ছি ছি। দূতবর! এ মিথ্যা রচনা ক'রে কে তাঁকে শোনালে? পীড়িত, বৃদ্ধ পিতাকে আমি বন্দী ক'রেছি? হা খোদা! হা আল্লা! যাঁর সামান্য পীড়ার কথা শু'নলে আমি দুনিয়া অন্ধকার দেখি, দিবারাত্র খোদার কাছে তাঁর আরোগ্যের জন্য বুক চিরে প্রার্থনা করি, ফতোয়া দিই, ফকিরদের লাড্ডু বিলাই, সেই আমি পীড়িতাবস্থায় তাঁকে বন্দী ক'রেছি। একথা যে রটনা ক'রেছে, তার জিহ্বা খসে প'ড়ল না!

বাখে। জাঁহাপনা! আপনি ঠিক এইরূপ উত্তরই যে দেবেন, আমার প্রভু তা জা'নতেন, সেইজন্য প্রত্যুত্তরে আমায় ব'লতে ব'লেছেন, যে উপযুক্ত, ন্যায্য, জ্যেষ্ঠ থা'কতে আপনি রাজদণ্ড গ্রহণ ক'রেছেন কেন?

আও। কে বলে আমি রাজদণ্ড গ্রহণ ক'রেছি? আমি ফকির, আল্লার সেবায় দিনপাত ক'র্ত্তে চাই, আমার কি এ সব যন্ত্রণা সাজে? কিন্তু দূতবর কি ক'রব? পীড়িত পিতার সাহায্য জন্য, তাঁরই আদেশ মত, রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রতে হ'চ্ছে। যাঁরা, উপযুক্ত পাত্র, তাঁরা এসে রাজ্যভার গ্রহণ করুন—আমি সচ্ছন্দ মনে মক্কায় গিয়ে, এ নশ্বর জীবন ঈশ্বরের উপাসনায় মগ্ন থাকিগে।

বাখে। জাঁহাপনার সমস্ত কথাই মধুমাখা—কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখলে, সময়ে সময়ে যে কালকূটের আভাস পাওয়া যায়—তা'র কি?

আও। কি?

বাখে। ক্রুদ্ধ হবেন না! আমি প্রভুর কথাই কচ্ছি। আপনি একটা অতি সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর আপনাকে লুকিয়ে ফেলে, বাহিরে যেরূপ সাধুতার ভান দেখান—তা'তে অতি যে নির্ব্বোধ—তারও চক্ষু সেই সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ ক'রে, আপনার পৈশাচিক বিকট মূর্ত্তি দে'খতে পায়। জাঁহাপনা! ক্রুদ্ধ হবেন না! দূতে চিরদিন অবধ্য, তৈমুর বংশের বংশধরকে, বোধ হয়, এ কথা বোঝাবার বিজ্ঞতা প্রকাশ, প্রগল্‌ভতা মাত্র।

আও। কে আছিস্! শীঘ্র সরবৎ ল'য়ে আয়—ভাই সাহেবের দূতবর দেখছি বাক্যাড়ম্বরের শ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন।

বাথে। এইবার দূতবরের নিজের কথা—জাঁহাপনা! আপনার আদেশে যে জল্লাদের অস্ত্রে বা সরবতের মধ্যে বিষ প্রয়োগে, আপনার অপ্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ববিধ জীবন বিনষ্ট করা হয়—সে কথা আমার প্রভুর মুখে শুনা আছে।

(সরবৎ লইয়া কিঙ্করের প্রবেশ)

আও। শোনা থাক্! সরবৎ পান কর!

বাথে। জাঁহাপনা! আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়েই আপনার দরবারে এসেছি; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে, আমার প্রভুর আদেশ অনুযায়ী সমস্ত কথা আপনাকে ব'লে, তারপর হাস্যমুখে আপনার সরবৎ পান ক'রব। জাঁহাপনা! আমার ন্যায় সামান্য প্রাণীহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্তও সামান্য; কিন্তু আপনি যে সমস্ত মহাপাপ ক'রে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন ক'রেছেন—সে সমস্ত মহাপাপের কি মহাপ্রায়শ্চিত্ত তা' জানেন? বিশ্বাসঘাতকতাসূত্রে যে মহারাজ্য লাভ ক'রে মহৈশ্বর্য্য উপভোগ ক'চ্ছেন—সে ঐশ্বর্য্য উপভোগের পরিণতি কোথায়, তা'কি বুঝতে পাচ্ছেন? না পারেন তো ভবিষ্যতের যবনিকা অপসারিত ক'রে দেখুন! দেখুন কি বিভীষিকাময় দৃশ্য! ঐ দেখুন আপনার ধর্ম্মের আবরণ ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে! কি

সামন্ত, কি প্রজাপুঞ্জ, সকলেই সত্রাসিত নেত্রে আপনার প্রকৃত মূর্ত্তির পানে চেয়ে দে'খ্‌ছে। অনাচার, অত্যাচার, উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে, রাজ্যময় পিশাচের নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে! আবালবৃদ্ধবনিতার রোদনে আকাশ বিদীর্ণ হ'চ্ছে! এদিকে মহামারী, দুর্ভিক্ষে মৃতপ্রায় হ'য়ে, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, কোটী কোটী নর কঙ্কাল, দলে দলে অভিশাপ বাণী উচ্চারণ ক'রে মৃত্যুমুখে পতিত হ'চ্ছে। ওই দেখুন—হিমাচল হ'তে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে বিদ্রোহের অনল ধু ধূ শব্দে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌ল! ওই দেখুন—সেই অনলে আপনি দগ্ধ হ'য়ে ভস্ম রাশিতে পরিণত হলেন! তারপর—কি ভীষণ! মহাপাতকীর নিজ মৃত্যুতেও শান্তি নাই! পাপসম্ভূত বংশাবলীর শেষ দুর্দ্দশা কি ভয়ানক দেখুন! আত্মবিগ্রহ রক্তপাত প্রভৃতি মহাপাপে লিপ্ত হ'য়ে, কোথায় বা দিল্লীর ময়ূরসিংহাসন, আর কোথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মোগলের বিজয় কেতন! —সব পরহস্তগত! ঐ দেখুন, পরপদ পীড়নে মোগল-বংশধরগণ নির্জ্জিত, নিস্পেসিত, অবশেষে উদরান্নের জন্য, ভিক্ষাপাত্রকরে পরের দ্বারে লালায়িত!

আও। দূত! তোমার ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও। প্রহরী?

মীর। জাঁহাপনা! একি কার্য্য ক'র্‌তে অগ্রসর হ'চ্ছেন? আপনি জ্ঞানী, বিবেচক, স্থিরবুদ্ধি, রাজনীতিবিচক্ষণ হ'য়ে, সামান্য ক্রোধের বশবর্ত্তী হচ্ছেন? এরূপ

উত্তেজিত অবস্থায় আপনাকে কই কখনও তো দেখি নি! তৈমুরবংশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রে, কই এ মহৎ বংশের কোন বংশধরকে কখনও ত দূতবধের কলঙ্কে কলঙ্কিত হ'তে দেখি নি! বংশমান অক্ষত রেখে, নিজের সুযশ রক্ষার্থে আত্মসংযমী হওয়াই ত রাজপুরুষের লক্ষণ!

আও। যথেষ্ট হয়েছে। উজির সাহেব! সত্যের সমাদর আমার কাছে চিরদিন সমভাবে রক্ষিত হ'বে। (ইঙ্গিতে ও অনুচরের সরবৎ লইয়া প্রস্থান) কিন্তু আমি সহজে বিরক্ত হই নি। দৌত্যকার্য্যে দূতের কথা সম্ভ্রমসূচক, ভাষা সুমার্জ্জিত ও ভাব সুসংযত হওয়া উচিত—এই ধারণা আমার ছিল।

বাখে। জাঁহাপনা! সে কথা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কোন সন্ধি বা বিগ্রহসূচক দৌত্যকার্য্যে আসি নি। আমি অনুজের প্রতি অগ্রজের অনুযোগ জ্ঞাপন ক'রতে এসেছি।

মীর। দূতবর! তোমার অনুযোগ কিন্তু কার্য্যকর হ'ল না! বিদ্বেষ বর্দ্ধিত হ'ল মাত্র।

বাখে। হ'তে পারে! কিন্তু সে অপরাধে আমি অপরাধী নই—

আও। বাখের মিঞা! তোমার অনুযোগের উত্তর শীঘ্রই তোমার প্রভু জান্তে পা'রবেন—স্বয়ং সাহাজাদা সে উত্তর লয়ে যাবেন। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

রাজমহল গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানবাটিকা।

(বাঁদীগণ মাল্য গ্রন্থনে নিযুক্তা)

গীত।

না জানি সে কোন্ কারিকর, যার চারু-কার্য এই ফুল।
যেমন অমল, তেমনি কোমল, তেমনি সুবাসে শোভায় অতুল।
এই যে ফুলের পাপড়িটি, এই রসিবর্ণ গড়িল ভূমে,
কে কে কোথায় আছে কোন দেশে, চিনে কি তাহারে প্রেমে ?
আসিয়া গড়িয়া, যুগাইয়া দিক, দিব মোরা সব লাগবে মূল্।
দাসী হ'য়ে তার, বিকা'ব চরণে, খোয়াইব জাতি ফেলিব কুল।

১মা-বাঁদী। ওলো দেখ্ দেখ্, শিক্‌দের বুড়ো আসছে!

২য়া-বাঁদী। আসুক্ না, বাঁদরনাচ দেখা যাবে এখন।

(বৃদ্ধ শিকদারের প্রবেশ।)

বৃ-শিক। ওলো—সব ভোর্ যুবতীর দল—তোরা কি ক'চ্ছিস্?

~~১মা-বাঁদী~~। কি আর ক'রব দাদা! যোয়ান মানুষ পেলে, তার গলায় ফাঁসি দেব ব'লে মালা গাঁথ্‌ছি।

বৃ-শিক। যোয়ান মানুষ পেলে? কেন রাজমহলে যোয়ান মানুষের অভাব হ'য়েছে নাকি?

২য়া-বাঁদী। তা অভাব নয় তো কি দাদা মশাই? অভাব না হ'লে কি আর আমাদের বিশের ফুল ফুটে, ঘরে যাবার দাখিলে পড়েছে।

বৃ-শিক। তোরা যদি এখন আপনা আপনি ঝরিস্!

১মা-বাঁদি। তা কি কেউ ঝরায দাদামশাই! কই? তুমি তো একজন পুরণো মাণ্ষ—একটা দেখিযে দাও দিকি!

বৃ-শিক। তোরা কাকে যোয়ান বলিস্, তাই আগে বল্!

২য়া-বাঁদী। যার বয়েস কাঁচা, নিটোল গড়ন, কাল চুল, আর ভরা বুকের পাটা আঁটা, যার কপাল চিকণ, রসাল ঠোঁট, শক্ত দাঁত আর ঠুদে আল্তা রং। যার চাউনি সরল,-মধুর হাসি, মিষ্ট বচন, ঢুলকি চলন। বেশী আর কি ব'লব দাদামশাই, যার সবই নূতন আছে, কিছুই পুরণো হ'যে যায় নি, বুঝ্লে?

বৃ-শিক। খুব বুঝ্লেম! কিন্তু তোদের কপালে তেমন কামদেবও জুটবে না, গলায মালা দেওয়া ও ঘ'টবে না।

১ম বাঁদী। কিছুতে না জোটে, অবশেষ তুমি তো আছ দাদামশাই।

বৃ-শিক। যা-যা ঠাট্টা রাখ! আমার গলায় আবার তোরা মালা দিবি!

২য়া-বাঁদী। কেন দেব না? তুমি কিসে কম দাদামশাই? রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, ধনে, মানে, তুমি কি একটা হেঁজি পেঁজি লোক?

বৃ-শিক। তা' সবাই বলে বটে! কিন্তু বিযে দিতে কারু বাপ মা চায় না, আর বড কেউ বিয়ে ক'রতেও এগোয় না, এই বড় দুঃখ!

১মা বাঁদী। তার কারণ আছে, দাদামশাই! রাগ না কর, তো বলি!

রু-শিক। কি বলিস্ রে! তোদের কথায় আবার রাগ? কি বল্‌বি বল!

১মা বা। সবাই বলে তোমার পুরণো গিন্নী আছে—তা' না হয় থাক্‌ল, কিন্তু সে বুড়ি নাকি ভারি কুঁদুলে।

রু-শিক। তাঁকে তিন তাল্লাক দিয়ে বিদেয় ক'রতে পারি।

১মা বা। আর ও বলে তুমি নাকি দাদামশাই বড় কৃপণ! কোথাও নেমন্তন্ন না থাক্‌লে, তুমি উপোষ কর, আর দু'তিন বছর অন্তর পোষাক বদ্‌লাও, তা'ও বাবু সাহেবদের পুরণো ওয়ালি খুব কমদামে, তাদের খানসামাদের কাছ থেকে কিনে নাও! আবার কেউ কেউ বলে, ভিক্ষে ক'রে নাও।

রু-শিক। তা—তা—তা—বিয়ের আঁচ পেলে, বাড়িতে হাঁড়ি কা'ড়বার ঠায় ঠিকানা করি, আর নতুন পোষাক না হয় এক আদ্‌টা, রিপু-কর্ম্ম ওলাদের কাছ থেকে সেলাই করিয়ে নিই।

২য়া বা। ও দাদা মশাই! এ যদি কর, তা হ'লে অপর কেন, আমরা যে তোমায় সচ্ছন্দে বিয়ে ক'রতে পারি।

রু-শিক। সত্যি ব'ল্‌ছিস্? না ঠাট্টা?

১মা বা। আমাদের কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করা সাজে? ঠিক বল্‌ছি, আমরা বিয়ে ক'রব।

রু-শিক। তোরা সকলে?

২য়া বা। সকলে।

রু-শিক। তাইত! এত নিয়ে আমি কি ক'রব?

২য়া বা। কেন? নবাবরা অত বেগম নিয়ে কি করে?

বৃ-শিক। তা বটে! তবে তাই তাই, তা কবে?

১মা বাঁ। কবে, যখনি ইচ্ছে! আজ এই মালা নাও, কাল তখন আসল কায হবে। (সকলের মাল্য প্রদান)।

বৃ-শি। তাই ত! সত্যি সত্যি যে!

১ম বাঁ। সত্যি নয় ত মিথ্যে নাকি? এখন আমরা এই মিলনের গান গাই তুমি নাচ।

বৃ-শি। শুধু না'চ্‌ব কি? আমিও গাইব; জানিস্, জানিস্, বয়েসকালে আমিও বড় কেও কেটা ছিলুম না। এত টাকা দিয়ে কোকিলী ওস্তাদের কাছে গান, আর হাতী বিবির কাছে বহুদিন নাচ শিখেছি;

২য়া বাঁ। বটে তবে চলুক্!

(গীত)।

বাঁদীগণ। (ওহে ও) প্রবীণ নাগর, রসের সাগর, সঁপ্‌নু তোমায় প্রাণ।
আমরা চাইনা তোর যোয়ান্‌;
যোয়ান আপন তালেই ফেরেন, সেথায় রয়না নারীর মান।
তারা রাখেনা নারীর মান।

বৃ-শি। ধিক্‌ যোয়ান—ধিক্‌ যোয়ান—ধিক যোয়ান। (নৃত্য)

বাঁদিগণ। প্রবীণ নাগর গোলাম হ'য়েই রয়,
মন যোগাতে চুলো ঠানাটা—চড় চাপড়টাও সয়;

বৃ-শি। হাঁ হাঁ, সয়, সয়, সয়, সয়। (নৃত্য)

বাঁদিগণ। নাকে দড়ি দিয়ে ফেরাও ফির্বে,

বৃ-শি। হাঁ হাঁ ফির্বে ফির্বে ফির্বে;

বাঁদীগণ। ওঠ্‌ বোস্ করাও ক'র্বে।

বৃ-শি। হাঁ হাঁ, কর্বে, কর্বে, কর্বে, (নৃত্য)

বাঁদীগণ। আমাদের হাত টা পা টাও, না না না না, না,

IMPERIAL ... RY.

বৃ-শি। কেন খোকনা, খোকনা, খোকনা, বলনা বুকে তুলে নিয়ে বুড়ো টিপ দে।
তোমাদের হাতটা পাটাও টিপিবে। (নৃত্য)

বাঁদীগণ। এমন বা সওয়াও ক'ষে যে সে তার আচ্ছা দরাজজান্।
বাপ বয়েসি হ'লেও, তারে প্রাণ করা যায় দান।

(নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।)

(অন্য দিক হইতে আয়েষা ও আমিনাগণের প্রবেশ)

আয়ে। তার পর?

আমি। তারপর আমার স্বামী, জিনি এলেন বাদশা সাহাজাদাকে সেনাপতি ক'রে, তোমার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধেরে পাঠালেন।

আয়ে। আমার পিতার বিরুদ্ধে তিনি কি যুদ্ধ ক'রবেন?

আমি। কেন ক'রবেন না? বাপের হুকুম কি ছেলেতে অমান্য করে থাকে?

আয়ে। তা বলে, আমার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি তাঁর উচিত? যে আমাকে তিনি নিজের প্রাণাপেক্ষা ভাল বেসেছিলেন, যে আমাকে পাবার জন্য, সহস্র বাধা সত্ত্বেও, আমার পিতার নিকট প্রস্তাব ক'রেছিলেন, আর যে পিতা স্বচ্ছন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন; সেই আমি, সেই পিতা-আর সেই তিনি। আগেকার কথা কি সমস্ত ভুল হ'য়ে যাবে? তাঁর যেরূপ উদার অন্তঃকরণ, তাতে তিনি যে আমার ভালবাসা একেবারে ভুলে, আমারই পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রবেন একথা তো আমার মনে হয় না।

আমি। তোমার ভালবাসা ভুলেছেন কিনা তা জানি না। তবে [illegible] যা ব'ল্লে, তাতে বোধ হ'ল যে তোমার ভালবাসা একেবারে না ভুলুন, কিন্তু তোমায় একরকম ভুলতে ব'সছেন।

আয়ে। কে সে স্ত্রীলোক? কি ব'ললে?

আমি। সে দিল্লির কোন এক আমিরের কন্যা; সাজাদা তাকে বিবাহের প্রলোভনে ভুলিয়ে, কুলের বা'র ক'রে, শেষে ঘরের বার ক'রে দিয়েছেন। সেই দুঃখে সে দেশত্যাগিনী; সে ব'ললে সাজাদার ঘরে জঞ্জালের মধ্যে, সে একখানা তোমায় তস্‌বির কুড়িয়ে পায়। সাজাদাকে সেখানা দেখাতে সাজাদা মুখখানা বেঁকিয়ে, তোমার নামে একটা কুৎসিৎ অপবাদ দিয়ে, পায়ের তলায় ফেলে তসবির খানাকে একেবারে চুরমার ক'রে নর্দ্দমায় ফেলে দেন—

আয়ে। সব মিথ্যে! সব মিথ্যে! এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি না! আমি জানি তিনি এত নীচ নন্, যে কারুকে কুলের বার ক'রবেন। তিনি এত নির্দ্দয় নন্, যে, যে বাল্যকাল থেকে তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা ক'রে এসেছে, তার বিরুদ্ধে কুৎসিৎ অপবাদ দেবেন। তিনি এত নির্ম্মম নন্, যে যাকে একদিন হৃদয়মন্দিরে স্থান দান ক'রেছেন-তার তস্‌বির পদে দলিত ক'রে, চূর্ণকণা দূরে নিক্ষেপ ক'রবেন। আমিরণ! আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, সে রমণী মিথ্যাবাদিনী!

আমি। আমার স্বামীর কথায়, আর তার ব্যবহারে তাকে তো দুষ্টস্বভাবা ব'লে বোধ হয় না!

আয়ে। যে রমণী সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে, নিজের অতি গুপ্ত অপবাদের কথা প্রকাশ করে সে যে কিস্বভাবের তাকি তুমি বুঝতে পাচ্ছ না!

আমি। আচ্ছা, তাকে আমি এখানে আন্‌ছি, তুমি দেখে শুনে বুঝে নাও।

আয়ে। যে আমার বাকদত্ত স্বামীর নামে কুৎসা রটনা ক'রে, সে আমার চক্ষুঃশূল; আমি তার মুখদর্শন কি তার ছায়াও স্পর্শ ক'রতে চাই না।

আমি। ভাল, আমিই না হয় একবার ভাল ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখিগে।

আয়ে। যাবে যাও, কিন্তু তাকে তোমার বাড়িতে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

আমি। সে কথা পরে হবে, এখন আসি।

[প্রস্থান।

(আয়েষার গীত।)

কেন এত নির্দয় ?
কারও যে ক'রেছি দোষ মনে ত' না হয়।
একা বসি নিরজনে,
গড়িয়াছি মনে মনে,
দেবতা মুরতি মোর যদি মোহ নয়;—
সে মুরতি ভেঙ্গে চুর্ণ কেন করে লয়।

[প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে আলিবর্দ্দি, সাহসুজা ও, পিয়ারা বানুর প্রবেশ।)

আলি। একি প্রভু? একি বেশ?

সাহ। পলায়িতের বেশ? সমরসাগরে সমস্ত বাহিনী বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের অকিঞ্চিৎকর জীবন রক্ষার্থে কাপুরুষ যে বেশ পরিধান ক'রে পলায়ন করে—এ সেই বেশ।

পিয়া। ছিছি প্রভু! একি ব'লছেন? জগত জানে, মোগল কুলতিলক সাহসুজা কাপুরুষ নন্! সম্মুখযুদ্ধে সাহসুজা সিংহবিক্রম প্রকাশ ক'রে থাকেন। সাহসুজা উন্নতচেতা সরলবিশ্বাসী বীর, কুটকৌশলী হত্যাকারী নন্। সাহসুজা উজ্জ্বল দিবালোকে দশের সম্মুখে প্রতিদ্বন্দীর সহিত যুদ্ধ ক'রে থাকেন, অন্ধকারের আবরণে আবৃত হ'য়ে চোরের ন্যায় পরদ্রব্য অপহরণ জন্য, ঘাতকের গুপ্ত অস্ত্র ব্যবহার করেন না।

আলি। প্রভু! যুদ্ধের সমস্ত কাহিনী শুন্‌তে আমি বড়ই ব্যগ্র হ'য়েছি, অনুগ্রহ ক'রে বিবৃত করেন তো বড়ই বাধিত হই।

সাহ। আলি! পিয়ারি বানু যথার্থ ব'লেছেন এ সম্মুখযুদ্ধ নয়, ঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রঘাত। তুমি তো জান, বঙ্গপ্রবেশের প্রধান প্রকাশ্য পথ মুঙ্গের, আমি সেই পথে বাহিনী সজ্জিত ক'রে যুদ্ধের অপেক্ষা কচ্ছি, এমন সময় শুনলেম, শাহাজাদা মহম্মদ আমার সম্মুখে ও মীরজুম্লা কতকগুলো বিশ্বাসঘাতক পার্ব্বতীয় রাজাকে অর্থে বশীভূত ক'রে, তাদের গুপ্তপথদিয়ে আমার পশ্চাতে

উপস্থিত। এ অবস্থায় যতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব, আমার পরাক্রমী বঙ্গীয় সেনারা তা' ক'রেছে, যতক্ষণ তা'দের দেহে একবিন্দু রক্ত ছিল তা'রা তা' পাত ক'রেও অগ্রসর হ'য়েছে, যতক্ষণ তা'দের একজন মাত্র জীবিত ছিল, তা'রা আমায় রক্ষা ক'রেছে। অবশেষে যখন সেই বেড়া আগুণে আমার সমস্ত দগ্ধ হ'য়ে গেল, তখন অসি হস্তে উন্মত্তের ন্যায় একাকীই অগ্রসর হ'লেম। কিন্তু পশ্চাতে পিয়ারিবানুর ক্রন্দন রোলে আকাশ বিদীর্ণ হ'যে গেল, আমার আর অগ্রসর হওয়া হ'ল না। কে এসে যেন আমার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিলে, অবলা রমণীর রক্ষার্থে অবশেষে পলায়নের আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেম।

আলি। এ অবস্থায় সকলেই তাই ক'রে থাকেন, প্রভু! এখন শঠের সহিত শঠতা অবলম্বন করুন।

সাহ। শঠতা তো কখনও শিখি নাই, আলি! আমি বু'ঝতে পা'রছি, তা'রা অবিলম্বে এ রাজমহলে এসে উপস্থিত হবে—এস আমরা সৈন্য সহ প্রস্তুত থাকি।

আলি। যে আজ্ঞা, প্রভু! রাজপুরীতে চলুন।

সাহ। না আলি, না, রাজপুরীতে এখন প্রবেশ ক'রব না। বাহিরে এই গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপন ক'রে বাস ক'রব। যতদিন না এ যুদ্ধে জয়লাভ ক'রতে পারি, ততদিন আকাশ আমার উষ্ণতপ, ভূমিতল আমার আসন, তৃণ আমার শয্যা, আর এই তরবারিই আমার সঙ্গী হ'য়ে থা'কবে। আমি সুরাপান ক'রব না, নৃত্য গীত

ও'স্‌মেন। বিলাসের সাগরে আর সন্তরণ ক'রব না। সামান্য সৈনিকেরা যা আহার ক'রবে, আমিও তাই ক'রব, তা'রা যা পরিধান ক'রবে আমিও তাই ক'রব, তাদের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হ'য়ে থা'কব, কোন মতে প্রতিজ্ঞাচ্যুত হ'ব না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাখেরের পুরমধ্যস্থ বিশ্রাম কক্ষের উপকক্ষ।

(আমিরণের প্রবেশ)

আমিরণের গীত।

সুখের সাগরে, স'াতারিতে চাই,
দুঃখের লাগয়ে ঢেউ।
ভালবাসা পেতে, ফিরি চারি ধারে,
আদর করে না কেউ।
কুসুম তুলিতে ক'াটা ফোটে পায়,
বাস্ ল'তে কীট প্রবেশে নাসায়,
শিকার লভিতে, চুপি সাড়ে যাই,
পিছনে ফুকারে কেউ।

(গীতান্তে বাখেরের প্রবেশ।)

বাখে। কা'র সঙ্গে কথা কইতে গে'ছিলে?

আমি। শিকদের দিদির সঙ্গে। আহা! বেচারার কি কষ্ট! একে তো কোন দিন আদ্‌পেটা খেয়ে, কোন দিন

উপোষ করে, মাগী শুকনো কঠি হ'য়ে গেছে, তার ওপর শিবুদের দাদার দাঁত খিঁচুনী ত' আছেই।

বাখে। আহা! এমন কৃপণের হাতেও মানুষ পড়ে!

আমি। গেরো! মাগীর গেরো! তা' যাই হ'ক্—এক রকম দুঃখের অন্ন সুখ ক'রে খাচ্ছিল! আজ বুড়ো ব'লেছে, আজ থেকে খানা বন্ধ---আর দুদিন বাদে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার হুকুম হ'য়েছে!

বাখে। বুড়ীর অপরাধ?

আমি। বুড়ীর আবার অপরাধ কি হবে! সে বেচারি ভয়ে ভয়েই মরে।

বাখে। তবে হঠাৎ এ বজ্রাঘাত কেন?

আমি। জান তো, বুড়ো বিয়েপাগ্‌লা। আজ বাঁদিগুলো বাগানে বুড়োকে একলা পেয়ে, ব'লেছে তা'কে বিয়ে ক'রবে; আর বুড়ো আছে কোথা! মাগ্‌কে তাড়াক দিয়ে বিদেয় ক'রবে, আর তা'দের সবাইকে বে ক'রে ঘরে আন্‌বে।

বাখে। ছুঁড়ি গুলোর তো ভারি অন্যায়।

আমি। তা'রা কি অত তলিয়ে বোঝে? বুড়ো বিয়েপাগলা, কাজেই তা'রা তা'কে নিয়ে মজা ক'রেছে।

বাখে। তা'তো ক'রেছে, এখন যে এদিকে বেচারি না খেতে পেয়ে মারা যায়, তার কি?

আমি। তাই ত ভা'ব্‌ছি।

বাখে। এক কায কর না কেন? বুড়ীকে কিছু টাকা দাও না।

আমি। তা' কি আর না ব'লিছি, সে কিছুতে নিতে চায় না। বলে, ভিক্ষে যখন ক'রতে হবে, তখন নেব। এখন স্বামীর উপর তার দাবি।

বাঘে। বুড়ো যে কৃপণ, সে কি টাকা দেবে?

আমি। সহজে তো দেবেই না, তবে যদি কোন কৌশল ক'রে আদায় করা যায়।

বাঘে। কি কৌশল?

আমি। আমি একটু ঠাউরেছি। তোমার সঙ্গে ঐ যে আমিরের মেয়ে এসেছে, ওকে খুব চালাক চতুর ব'লেই বোধ হয়, ওকে লাগিয়ে যদি কিছু আদায় করা যায়।

বাঘে। কি ক'রে? সে মেয়েটিই বা এতে রাজি হবে কেন?

আমি। সে আমায় দিয়ে কোন কায করাতে চায়, সুতরাং আমার কায না ক'রবে কেন? সে আমি ঠিক্ ক'র্ব; এখনি সে বুড়ো হয় ত আ'স্বে। এলে, তুমি তা'কে ব'ল যে দিল্লী থেকে এক ওমরার এক সুন্দরী মেয়ে এসেছে, তার অনেক টাকা, সে একজন প্রবীণকে বিবাহ ক'রতে চায়। শুন্লেই বুড়ো মেতে উঠ্বে এখন। তারপর যা ব'ল্তে হয় আর ক'রতে হয়, তা আমি ব'লব, আমি ক'রব। ঐ যে বুড়ো আ'স্ছে, আমি সব ঠিক করি গে।

[প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে বৃদ্ধ শিকদারের প্রবেশ।)

বাঘে। এই যে দাদামশাই, কেমন আছেন?

রু-শি। আর দাদা, কেমন থাক। শু'নছি নাকি আবার যুদ্ধ বা'ধবে।

বাথে। বা'ধবে কি দাদা! যুদ্ধেব বেধে গেছে।

রু-শি। এ রাজ্যিহ্যিহলে ঠেলে আ'সবে নাকি?

বাথে। খুব সম্ভব।

রু-শি। তবেই তো দাদা আমি মারা গেলুম।

বাথে। কিসে?

রু-শি। জা'ন ত' দাদা! যদিও আমার তেমন কিছু নেই, তবু বা'টটে, ঘ'টটে, এটা, ওটা, সেটা তো আছে, যদি যুদ্ধে হার হয়, তা'হলে ব্যাটারা ধুয়ে মুছে নিয়ে যা'বে।

বাথে। সে ভয় নেই, দাদা—সে ভয় নেই। আমরা থা'কতে তোমার এক কড়া কড়িও নষ্ট হবে না।

রু-শি। তাই বল, দাদা, তাই বল। তোদের ভরসাতেই এখানে আছি।

বাথে। তাই থাকুন। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, নতুন বিবাহের কিছু যোগাড় টোগাড় হ'ল?

রু-শি। সে কথা আর বলো না দাদা, সে কথা বলো না! আমার অদৃষ্টে কি আর তা আছে? এই কালকে সাজাদীর বাদীগুলো ব'ললে, আমরা সবাই তোমায় বে করব, আ'ন। তাড়াতাড়ি পয়সা খরচ ক'রে, মোল্লা কাজি সব নিয়ে গেলুম, তখন ছুঁড়িরা ব'ললে "গোরের মড়া! তোকে আবার কে বে ক'রবে? দূর, দূর!"

বাখে। তুমি দাদা সেই ছুঁড়ি গুলোর কথা বিশ্বাস ক'রেছিলে ? ছিঃ ! তা' বেশ হ'য়েছে, আমারই সুবিধা হ'য়েছে।

বু-শি। কি রকম ? কি রকম ?

বাখে। এক মোগল আমিরের যুবতী মেয়ে, অনেক টাকাকড়ি নিয়ে, দিল্লি থেকে আমার সঙ্গে এসেছে, বিবাহ ক'রবে।

বু-শি। বটে ! তারপর !

বাখে। সে ছোঁড়া টোঁড়া চায় না। সে চায় বেশ প্রবীণ লোক হ'বে, তাকে যত্ন আত্তি ক'রবে, তার টাকা কড়ি রক্ষা ক'রবে। তাই ঠাওরাচ্ছিলুম, তুমি যদি বিবাহ কর।

বু-শি। ওকি দাদা ! তুমিও ঠাট্টা ক'চ্ছ নাকি ?

বাখে। ঠাট্টা কি, কি এখনি বুঝ্‌তে পারবে ! ঐ আমার স্ত্রী আস্‌ছে, ওর মুখে সব শোনো। [প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে আমিরণের পুনঃ প্রবেশ।)

আমিরণের গীত।

ফাঁকি বাজি নয় দাদা আমার।
যেমন কর্ত্তা, তেমনি রোজা জুটিয়েছি তোমার।
জাত সাপেতে যেমন কেটেছে,
ছলছলে বিষ মাথায় উঠেছে,
তেমনি ঝাড়ান ঝাড়বে রোজা দেখবে কি বাহার।
মন্তরেতে বিষ নাবাবে সকল ফককিকার —
হবে সকল ফককিকার॥

আমি। কেমন দাদা! সব শুনেছ ত?

বৃ-শি। শুনিছি ত ভাই! কিন্তু বিশ্বাস যে হয় না।

আমি। কিছু ভয় নেই, আমরা যখন হাত দিয়েছি, তখন এ কার্য হ'বেই হ'বে! কিন্তু কথা হ'চ্ছে দাদা—তুমি যে বড্ড বুড়ো।

বৃ-শি। কেন? সে তো শু'নলুম প্রবীণই চায়।

আমি। প্রবীণ চায় ব'লে, কি আর এমন চায়? তোমার চুল দাড়ি গুলো যে একেবারে শোণের নুড়ী।

বৃ-শি। ও কলপ দিলেই হবে।

আমি। মুখের চামড়া যে লোল হ'য়ে পড়েছে!

বৃ-শি। এক রকম মলম আছে, তা মা'খলেই সমান হ'য়ে যা'বে।

আমি। হাতের মোটা মোটা শির গুলো?

বৃ-শি। সেই মলমে সব ঢাকা প'ড়বে, একেবারে নিটোল হ'য়ে যা'বে।

আমি। আর ঐ ফোক্‌লা দাঁত?

বৃ-শি। ও পাটিকে পাটি বাঁধানো আছে, প'রলেই হ'ল।

আমি। আর এই ছেঁড়া পোষাক?

বৃ-শি। কারুর কাছে, না হয়, ভাল একটা পোষাক চেয়ে নেব।

আমি। তা হ'লে এখনই—আর দেখা দেখি হ'চ্ছে না।

বৃ-শি। আজ তাকে দেখে গেলে হ'ত না।

আমি। তা' কি ক'রে হ'বে?

বৃ-শি। কেন? লুকিয়ে!

আমি। তা' হয়, কিন্তু কোথায় লুকুবে? ঐ বুঝি আ'স্‌ছে, হয় যাও, নয় লুকিয়ে পড়।

র-শি। তাই তো! কোথায় লুকুই?

আমি। সে ভা'ব্‌বার আর সময় নেই! ওই গাল্‌চে খানার নীচে পার ত' শুয়ে থাক।

র-শি। (শুইতে শুইতে) যদি হাঁপিয়ে উঠি।

আমি। বেশীক্ষণ থা'কতে দেব না! মুখ লুকোও, মুখ লুকোও! মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখ!

(মেহেরার প্রবেশ।)

মেহে। কই, বিবি! আমার বিবাহের কি ক'রলেন?

আমি। আপনার তো আর ছেলে ছোক্‌রায় চ'লবে না—প্রবীণ চাই।

মেহে। তা চাই।

আমি। তবে একটু বিলম্ব ক'রতে হ'বে!

মেহে। আমার আর বিলম্ব চল্‌ছে না--অনেক অর্থ, একা স্ত্রীলোক, কাযেই একজনের আশ্রয়ের বিশেষ প্রয়োজন।

আমি। আমাদের একজন আত্মীয় আছেন—তা তিনি আবার গান বাজনার বিশেষ পক্ষপাতী।

মেহে। বটে! তা আমিও বেশ গাইতে জানি, শু'নবেন? এই শুনুন' এইখানে ব'সে গাইছি।

(গালিচের উপর সুজেন্দর উপবেশন ও "ওঁক" শব্দে চকিত ভাব)

মেহে। একি?

আমি। ও কিছু নয়! আপনি শিগ্‌গির গেয়ে নিন্।

মেহে। আপনি আমার পাশে এসে বসুন।

আমি। থাক্! আপনি গান না।

মেহে। না বসিলে আমি গাইব না। (আমিরণের উপবেশন)

(গাল্‌চে বাজাইয়া মেহেরার গীত।)

আমি প্রাণ দিতে রাজি,
যদি পাই কাযের কাযী।
মুখ আল্‌টো দিয়ে সাধি ক'রে কারসাজি।
এই প্রেমের বাজারে ফাজ্‌লা ছলিয়ায়,
আসল নকল চেনাই বিষম দায়;
হেথায় সোণা ধুলো হয়—ধুলো সোণা হয়, ঠিক ভোজের বাজি।

মেহে। কেমন গান? আর একটা গাই শুনুন!

(বৃদ্ধ শিকদারের গালচা মধ্য হইতে ঠেলিয়া উত্থান ও মুখে বস্ত্র প্রদান ও পলায়ন।)

মেহে। ধর্—ধর্—ধর্—চোর পালায! ধর্!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

(আমিরণ ও আয়েষা।)

আমি। সাজাদি! তোমার পিতা যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন শুনেছ?

আয়ে। শুনেছি।

আমি। আর তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ না ক'রে, রাজপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবেন না।

আয়ে। পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমি। আওরঙ্গজেবের বল তুমি অবগত আছ কি? বোধ হয় সম্পূর্ণ অবগত নও,—তা হ'লে তুমি এরূপ নিশ্চিন্ত থা'কতে না, পিতার উদ্ধারের চেষ্টা ক'রতে! তোমার পিতা অদ্বিতীয় যোদ্ধা, কিন্তু কূটবুদ্ধি আওরঙ্গজেবের শঠতা ভেদ, কেবল বল বিক্রমের দ্বারা হয় না। যে শঠতায় সাজহান আবদ্ধ—দারা, মোরাদ পরাস্ত —সেই শঠতায় তোমার পিতাও পরাজিত হ'বেন নিশ্চয়। জেন, তোমার পিতার ঘোর সঙ্কট।

আয়ে। এ সঙ্কটে আমার দ্বারা কি উপায় হবে?

আমি। তুমিই একমাত্র উপায়।

আয়ে। যোদ্ধার অস্ত্র, রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রীর কৌশল, যেথায় বিফল—আমি কুলনারী, আমার দ্বারা কি উপায় সম্ভব?

আমি। যদি তোমার দ্বারা উপায় হয়, সে উপায় অবলম্বন ক'রতে তুমি প্রস্তুত?

আয়ে। কি ব'লছ? আমিরণ। আমার জীবন বিসর্জ্জনে যদি কোন উপায় থাকে, আমি এই দণ্ডেই প্রস্তুত!

আমি। প্রতিজ্ঞা ক'রবার আগে বিশেষ বিবেচনা কর! আবার জিজ্ঞাসা করছি—তুমি প্রস্তুত?

আয়ে। কেন সন্দেহ ক'রছ আমিরণ?

আমি। তবে শোন, সাজাদা মহম্মদকে পত্র লেখ, আমি সেই সাজাদার নিকট লয়ে যা'ব।

আয়ে। কি ব'লছ, আমিরণ! আমি সাজাদাকে কি পত্র লি'খব?

আমি। সাবাসি! আমিও রমণী, ভাব কি তুমি তোমার মনোভাব, আমার নিকট গোপন রা'খতে পেরেছ? দিবারাত্র তুমি কি চিন্তা কর? কার ধ্যান কর? বাক্যালাপে নিয়ত অন্যমনা থাক? একথার উত্তর দিতে, লজ্জা তোমায় বাধা দেয়? আমি ব'লছি, তুমি দিবারাত্রি সাজাদার ধ্যানে বিভোর।

আয়ে। যদি তোমার অনুমান সত্য হয়, তা'তে কি?

আমি। তুমি কি মনে স্থান দাও, যে যার জন্যে তুমি দিবারাত্র ব্যাকুল, সে তোমার চিন্তা করে না?

আয়ে। আমিরণ! অসম্ভব, আমি রমণী, আমার একমাত্র সাজাদা মহম্মদের চিন্তা, কিন্তু মহম্মদ মোগল সেনাপতি, বাদশার প্রিয় পুত্র, বাদশার দক্ষিণ হস্ত, মহম্মদের বাহুবলেই সাজিহানশাহ কারারুদ্ধ। তিনি বহু চিন্তায় বিব্রত, তাঁর হৃদয়ে আমার চিন্তার স্থান কোথায়?

আমি। তুমি আত্মপ্রতারণা করো না! তোমার হৃদয়ের বিশ্বাস কখন তোমায় মিথ্যা বলে না। রণে, মন্ত্রণাভবনে, উৎসবে, আনন্দে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সাজাদা তোমায় বিস্মৃত ন'ন। তোমাদের বাল্যপ্রণয় স্মরণ কর, একত্রে ভ্রমণ স্মরণ কর, যৌবনে পদার্পণের পূর্ব্বে, একত্রে উপবনভ্রমণ, কুসুম চয়ন, পরস্পর নির্জ্জনে কথোপকথন, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয় দৃষ্টি, হাব, ভাব, নীরবে মনোভাব ব্যক্ত—সমস্ত স্মরণ কর। এখন বল সাজাদা কি তোমায় বিস্মৃত হয়েছেন?

আয়ে। আমি কি পত্র লি'খব ?

আমি। যা'তে সাজাদা যুদ্ধে নিরস্ত হ'ন।

আয়ে। তুমি কিরূপ ব'লছ'? তিনি তার পিতৃ-আজ্ঞায় যুদ্ধে এসেছেন, তাঁর পিতৃ-আজ্ঞা উপেক্ষা করে, যুদ্ধে নিরস্ত হ'তে, কিরূপে অনুরোধ ক'রব ? অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওয়া শয়তানের কার্য্য, যদি এরূপ শয়তানের কার্য্য ক'রে, পিতাকে সিংহাসনারূঢ় ক'রতে পারতেম, তথাপি ধর্ম্মাত্মা পিতা আমার উপর বিরূপ হ'তেন।

আমি। সাজাদি! আমিও মুসলমানী, আমিও ধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিতা নই। অধর্ম্ম কার্য্য কর'তে কদাচ আমি প্রবৃত্তি দেব না। কিন্তু যদি তোমার পত্রে সাজাদা সন্ধির জন্য বাদশাকে অনুরোধ করেন, যদি বহুকালব্যাপী রক্ত-স্রোত নিবারিত হয়, যদি প্রজারা শান্তিলাভ করে, তা' হ'লে কি তোমার অধর্ম্ম হবে ?

আয়ে। আমি কি লি'খব ?

আমি। লেখ, যা'তে তোমাদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়।

আয়ে। সাক্ষাৎ কিরূপে হবে ?

আমি। অনায়াসেই হ'তে পারে, হয় তুমি তাঁর নিকট যাবে, নয় সাজাদা তোমার নিকট আ'সবেন।

আয়ে। যুদ্ধস্থলে এ কিরূপে সম্ভব ?

আমি। কেন বিঘ্ন কি ? যুদ্ধস্থলে এরূপ সর্ব্বদাই হয়ে থাকে। তুমি চিন্তা ক'র না, পত্র লিখে রাখ, আমি এসে নিয়ে যা'ব—দেখা করাবার ভার আমার উপর।

[প্রস্থান।

(সখীগণের প্রবেশ)

১ম সখী। বাঃ বাঃ বেশ সাজাদি! এখন খুব লুকোচুরি খেলতে শিখেছ! আমরা সৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি। নির্জ্জনে কি কর? আমাদের বুঝি আর ভাল লাগে না? তবু ও এখন নাগরের বাঁয়ে ব'সনি, তা হ'লে আর আমাদের পানে ফিরেও চাইবে না।

সখীগনের গীত।

ভেবনা ভেবনা ভাবিনী—
ভরসায় ভোলেনি সে ভাবে ভরা ভাবুক তোমার।
ভরসায় বাঁধ বুক, ভুগিতে হবেনা দুঃখ, উপজিবে মহাসুখ, আসিবে আবার;
সেই ভাবে ভরা ভাবুক তোমার।
হৃদয় আসন পাতি ব'সে থাক তুমি,
আসিয়া বসিবে বঁধু চাঁদমুখ চুমি;
লাজের মাথায় বাজ, হাসিতে কোরো না ব্যাজ।
সাধিও আপন কাজ, বুঝি আপনার।
যুগল চরণ নিয়ে প্রেমনীরে ধুয়াইয়ে,
কেশে শেষে মুছাইয়ে, করিও বিহার।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০—

মহম্মদের শিবির।

(মহম্মদ)

মহ। সাজাদা না হ'য়ে যদ্যপি আমি কোন সামান্য ব্যক্তি হ'তেম, তা হ'লে এ দারুণ যন্ত্রণা আমায় সহ ক'রতে

হ'চ্ছে না! শুনেছি কোন জাতীয় বিহঙ্গ-দম্পতি রজনী আগমনে নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করে। আমাদের প্রতিও বিধাতার সেইরূপ বিড়ম্বনা! বিহঙ্গের দুঃখের নিশা অবসান হয়, দিবা আগমনে পুনর্ব্বার মিলন সুখ অনুভব করে, কিন্তু আমাদের এ দুঃখের রজনী কখন অবসান হবেনা! রাজ্য লিপ্সা, প্রবল নদী, মধ্যে প্রবাহিত, স্মৃতি মাত্র,—যন্ত্রণা মাত্র, আমাদের প্রেমের পরিণাম।

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। সাজাদা! বিপক্ষ শিবির হ'তে একটি বালক আপনার নিকট একখানি পত্র নিয়ে এসেছে।

মহ। জীবনের শান্তি বিসর্জ্জন দিযে কি কার্য্যে নিয়োজিত আছি? রাজকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে—লোকের নিকট পরিচয় দেবার কথা বটে! আমি যোদ্ধা, আমার যশ ভারতব্যাপী, কিন্তু আমার মনে দারুণ অনুতাপ! বৃদ্ধ পিতামহকে কারারুদ্ধ ক'রেছি,—জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাতের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন কচ্ছি,—উদ্দেশ্য পিতার অসীম রাজ্যলিপ্সার সহায়তা। ছিছি ধিক্ আমার জীবনে! (বান্দার প্রতি) তুমি হেথায় কি নিমিত্ত?

বান্দা। বান্দা নিবেদন ক'রেছে, বিপক্ষ শিবির হ'তে একটি বালক পত্র ল'য়ে আগত,—সাজাদার উত্তর প্রতীক্ষায় বান্দা অপেক্ষা ক'র্‌ছে। মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়।

মহ। বালক! বিপক্ষ শিবির হ'তে ?

(বালকবেশী আমিরণের প্রবেশ) ৷

আমি। হাঁ সাজাদা। (পত্র প্রদান।)

মহ। কে এ? একে কি কোথাও দেখেছি? একি? এ যে আয়েষার হস্তাক্ষর! বান্দা! তুমি যাও। (বান্দার প্রস্থান) আয়েষা আমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে আস্‌বে? না তা হ'তে পারে না। যাই হোক্। আমিই যাব। শত্রু শিবিরে? না, আয়েষা যেথায় সে আমার শত্রু শিবির নয়।

আমি। সাজাদা কি চিন্তা ক'র্‌ছেন? আমি আপনাকে গোপনে লয়ে যাবো।

মহ। কে তুমি?

আমি। সন্দেহ হয় বলুন—আমি সাজাদীকে নিয়ে আসি।

মহ। না—চল। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজমহল—গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানের একপার্শ্ব

আয়েষা।

আয়ে। (স্বগতঃ) আস্‌বেন্ কি! আস্‌তে ইচ্ছা হ'লেও আস্‌তে পার্‌বেন কি? আস্‌বার ইচ্ছাই হবে কি? সে সব দিন কি তাঁর মনে আছে? বাল্য জীবনের সেই নির্দ্দোষ আমোদ, প্রমোদ, কৈশোরের সেই সরলভাবে ভালবাসার আদান প্রদান, এখন কি তাঁর মনে পড়্‌বে? তখন ছিলেম তাঁর পিতার

ভ্রাতষ্পুত্রি, আর এখন হ'য়েছি তাঁর পিতার বৈরি কন্যা। ইচ্ছাসত্বেও এ পথে তাঁর কণ্টক বিছানো আছে। এক পা অগ্রসর হ'লেই সে কণ্টক পায়ে ফুটবে। সে দিন নাই যে আমি যত্ন ক'রে সেই কাঁটা তুলে দেবো। কি হবে? আমিরণকে যদি শুষ্কমুখে ফিরে আসতে হয়? আমিরণকে পাঠিয়ে কি আমি ভাল ক'রেছি? কি জানি অদৃষ্টে কি আছে।

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। আয়েষা! আমায় চিন্তে পাচ্ছ কি?

আয়েষা। (গীত।)

আমি কি করো তোমায় তুমি যে আমার একটি রতন
এই হৃদি ভরাধন।
অতি যতনের, সোহাগের, আদরের এ শিরোভূষণ।
আমি অন্য আর কিছু চিনিনা।
অন্য আছে কিনা তাও জানিনা;
তোমারেই শুধু আপনা বলিয়ে, চিনে রেখে দিছি আজীবন।
তাই নূতন করিয়া চিনিতে না হয়, তুমি যে আমার পুরাতন।

মহ। আয়েষা! তুমি আমায় ভোলনি?

আয়েষা। আমি বিপন্ন হ'য়ে তোমার শরণাপন্ন।

মহ। কি? কি হয়েছে?

আয়ে। আমার পিতার বিরুদ্ধে বাদসাহী সমস্ত শক্তি তোমার দ্বারাই চালিত, সে শক্তি প্রতিরোধ করা একমাত্র আমার সরল পিতার বাহুবলে সম্ভব নয়।

তাঁর প্রতিজ্ঞা হয় যুদ্ধ জয় কর্ব্বেন, নয় সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন। জয় অসম্ভব, পরাজয় নিশ্চয়।

মহ। যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত।

আয়ে। আমি পরাজিত বঙ্গাধিপের কন্যা, আমি শরণাগত হ'য়ে তোমার নিকট আবেদন করেছি, আমার সহিত ব্যঙ্গ করা তোমার উচিত নয়।

মহ। তোমার সহিত ব্যঙ্গ? একি সম্ভব বিবেচনা কর! যদি তুমি ভুলে থাক, আমার মুখ দেখে কি তোমার প্রতীতি জন্মাচ্ছেনা, যে আমি একদণ্ডের নিমিত্ত তোমায় বিস্মৃত হয় নি! আমার উপর সৈন্য পরিচালনের ভার পিতা অর্পণ করেছেন, কেবল এই যদি তোমার পিতার বিপদ হয়, নিশ্চিন্ত হও,—আমি তোমার পিতৃবিরুদ্ধে অসি সঞ্চালন ক'র্ব্বনা। তবে একবার তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি তোমায় হৃদয় ভ'রে দেখে যাই। আমি তোমার নিকট হ'তে ফিরে গেলে, জগতে মহম্মদসাকে আর কেউ দেখবে না।

আয়েষা। কেন তুমি এমন নিরাশব্যঞ্জক কথা বল্‌ছ। আমি কি তোমার নিকট কোন কঠিন প্রস্তাব করেছি? তুমি ইচ্ছা কর্‌লে তো যুদ্ধ রহিত হয়,—হাস্‌চ যে?

মহম্মদ। আয়েষা, কি প্রস্তাব করেছ তা তুমি জান না, সত্যই কঠিন প্রস্তাব—কিন্তু কিরূপ কঠিন তা তোমায় বল্‌বো না।

আয়ে। না, বলো, বলো, নচেৎ তোমায় আমার আর কোন অনুরোধ নাই।

মহম্মদ। তোমার অনুরোধ থাকুক বা না থাকুক, আমার সঙ্কল্প দৃঢ়। তুমি বুদ্ধিমতী, হয়ত কঠিন কার্য্য অনুমান করেছ, কিন্তু কিরূপ কঠিন তা জানো না। পরিহাসে যদি কেউ আলম্‌গিরের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌তে চায়, তার আর অন্য দণ্ড নাই—মৃত্যুদণ্ড। আমি তোমার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌বো না প্রতিজ্ঞা করেছি। এ সংবাদে পিতা অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হবেন। যদি তোমার পিতার পক্ষে কোনও উপায় করতে না পারি, তাহলেও আমার জীবনধারণ বৃথা। তুমি কখন আমায় কোন অনুরোধ করোনি,—তোমার প্রথম অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে পারলুম না, এ হ'তে আমার মৃত্যু শ্রেয়।

আয়ে। কি বলছো? তোমার কথায় আমার হৃদকম্প হয়।

মহ। চিন্তা কো'রনা! আমি মুসলমান, ঈশ্বর যে দেহ দিয়েছেন, সে দেহ স্বয়ং নষ্ট ক'র্ব্বনা। তবে কুটিল রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে, কোন নির্জ্জন গুহায় তোমার ধ্যানে নিমগ্ন থাক্‌বো। আয়েষা, বিদায়!

আয়ে। দাঁড়াও, দাঁড়াও, যেওনা। কেন তুমি নিরুদ্দেশ হবে? কেন তুমি গুহাবাসী হবে? তুমি বাদসাকে অনুরোধ কর, তিনি আমার পিতার সহিত সন্ধি কর্ব্বেন। তুমি সন্ধির প্রস্তাব কল্লে বাদশা কি উপেক্ষা কর্ব্বেন?

মহ। না উপেক্ষা কর্ব্বেন না, কপট সন্ধি স্থাপন কর্ব্বেন, কিন্তু তিনিও যদি প্রকৃত সন্ধি ক'র্‌তে প্রস্তুত হন, তথাপি ও সন্ধি অসম্ভব। তোমার পিতার পক্ষ সম্রাট সাহাজানকে পুনঃ

স্থাপন কর্ব্বেন, সেই নিমিত্ত তিনি অস্ত্রধারণ করেছেন, সে কার্য্য সম্পন্ন না হ'লে, তিনি অস্ত্রত্যাগ কর্ব্বেন না।

আয়েষা। তবে কি আর কোন উপায় নাই?

মহ। তুমি একদিন সময় দাও, যদি আমার নিকট হ'তে কোন সংবাদ না পাও, জান্‌বে আমি কোন নির্জ্জন গহ্বরে গোপনে অবস্থান কচ্ছি; আর যদি সংবাদ পাও, আবার দেখা হবে,—আমি আবার এসে তোমার শরণাপন্ন হবো। তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। আমি চল্লেম,—বহুদিনের পর আমার সুপ্ত আশা জাগরিত,—আমি চল্লেম। (প্রস্থানোদ্যত।)

আয়ে। তোমার নিকট জানুপেতে অনুরোধ কচ্চি, তুমি যেরূপ বাদ্‌সা সৈন্য পরিচালনা ক'রে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছ, সেইরূপ করো। তুমি কেন, আমার জন্য তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে? কেনই বা তুমি, সম্রাটপুত্রে, আমার জন্য নিরুদ্দেশ হবে? আমি স্বার্থপর, তা কি তুমি বোঝনি? আমি আমার পিতার মঙ্গল কামনায় তোমায় হেথায় ডেকেছি। সত্য বল্‌ছি, আমায় অনুরোধ করেছিল, তাই ডেকেছি। আমি তোমায় দেখ্‌বার জন্য ডাকি নাই। তোমায় আমি ভালবাসি না, আমার মনে তোমার স্থান নাই।

মহম্মদ। আয়েষা, তুমি বালিকা, আমি আলমগিরের পুত্র, তোমার উপস্থিত ছলনা ভেদ কর্‌তে আমার বিলম্ব হয় না। তুমি আমায় ভুলেছ, এই কথা প্রত্যয় কর্‌বো, বিবেচনা করো? তুমি আমায় ভালবাসো,—

এই বিশ্বাস আমার জীবন; সেই বিশ্বাস আমায় দিবারাত্রি আশা প্রদান করে,—একদিন আমাদের উভয়ের মিলন হবে; অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস কখনও মিথ্যা হয় না। আয়েষা। আমাদের উভয়ের মিলন হবে; নিশ্চয় মিলন হবে, নচেৎ ঈশ্বর প্রদত্ত বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বে। অবশ্য মিলন হবে, কিন্তু সুখে, কি দুঃখে, কি অবস্থায়, তা ঈশ্বর জানেন। যে অবস্থায় হোক তুমি আমার।

[মহম্মদের প্রস্থান।]

আয়ে। কি কল্লেম? কেন ডেকেছিলেম! আমি কি সাজাদার যন্ত্রণার কারণ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছি? সাজাদা কি আমার জন্য পিতাকে অনুরোধ করে বিপন্ন হবেন। কি জানি, দুরন্ত আলমগীর, পুত্রের মমতাও তার হৃদয়ে নাই।

(গান করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

(পুরুষের) সকলই সাধ মিটাই মোরা, মোদের একটিও কি মিট্‌বে না।
চিরদিন একলা র'ব, দোক্‌লা কি আর জুটবে না।
ছিছিছি সবাই বলে নারীর জগৎছার,
পুরুষ বিনা নই কিছু, বহি সদাই দুঃখের ভার;
ও তাই লুটতেছি পায়, মাথার মাণিক মাথায় কি আর উঠ্‌বেনা।
অঘটনঘটনায় তো ঘটন এ ঘটন কি ঘট্‌বে না।

আয়ে। সখী, কেন আনন্দ কচ্ছ? আমার নিকট সে বিদায় নিয়ে গেছে, আমার জন্য সে বিপন্ন হ'তে গিয়েছে,

হ'য়ত আমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে, বাদশার পুত্র, বনবাসী হবেন। কি জানি কি কঠিন উপকরণে আমি নির্ম্মিত! তাঁর দীর্ঘশ্বাস আমার বুকে বাজলো, কিন্তু মৃত্যু হোলনা। কে জানে, তার দুঃখে কি আমার আনন্দ? তবে কেন তারে ডাকলুম? কেন তারে বিপন্ন কল্লুম?

সখীগণের গীত।

ভালবাসা মন্দ জানে না।
ভালবেসে কেউ তো কারো' মন্দ করে না
যে যায় যখন বেচে দিতে যায় প্রাণ,
সে তার তখন ভালই খোঁজে, ভাল রাখা ধ্যান জ্ঞান,
ও তার ভালর জন্য নিজের মন্দ সইতে ডরে না—
ভালবেসে কেউ তো কারো মন্দ করে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আগরা—মহম্মদের অন্তঃপুর।

(পাঠান বাঁদীগণের গীত।)

চারিধারে যার সুখের বাজার
সারি সারি সারি সাজানো।
শোকের বীণার তারে কেন তার,
হৃদিভেদী তান বাজানো॥
কেন বিষাদে বুকে নাহি লয়।
আপনা আপনি কেন দাহ হয়;
কেন হাহুতাষ, দীরঘ নিশ্বাস,
আঁখিনীরে বুক ভিজানো।

(কক্ষ হইতে রিজিয়ার প্রবেশ।)

রিজি। আঃ! কেন তোরা আমায় বিরক্ত ক'র্ত্তে আসিস্? যা সব দূর হ'য়ে যা।

[বাঁদীগণের পলায়ন।

প্রধানা প্রহরিণী। সাহাজাদি সাহেবা! যদি রাগ না করেন তো একটা কথা বলি?

রিজি। রাগ? তোমাদের ওপর? তোমাদের ওপর রাগ কর্ব্বার ক্ষমতা আমার আছে নাকি? তা তো জানিনা।

প্র-প্র। সম্পূর্ণ আছে সাহাজাদি। আপনি কর্ত্রী, আমরা আপনার দাসী মাত্র।

রিজি। দাসী? কে ব'ল্লে দাসী? আমি জানি আমি তোমাদের বন্দী, তোমরা আমার কারারক্ষী!

প্র-প্র। ওকথা ব'ল্বেন না সাজাদি? ওতে আপনার মর্য্যাদা নষ্ট হয়।

রিজি। আমার মর্য্যাদা! আহা! মর্য্যাদা তো কত! এক মুহূর্ত্তের জন্য একা থাকার অবসর নাই! কক্ষের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা প্রহরিণীদের লক্ষীভূত হ'য়ে থাক্তে হ'য়েছে? বাদশার কন্যা, বাদশার পুত্রবধু, সাজাদার পত্নির, এতে যে কি মর্য্যাদা রক্ষিত হ'চ্ছে তা তো বুঝি না।

প্র-প্র। সাজাদি আমাদের অপরাধ কি? আমরা ভৃত্য, প্রভুর আদেশ পালনই আমাদের কার্য্য!

রিজি। তা জানি? সেই কার্য্যই কর! প্রভু আমার দেহের উপরই তোমাদের কর্ত্তৃত্ব ক'র্ত্তে ব'লেছেন, মনের উপরত নয়? আমার মন নিয়ে আমায় থাক্তে দাও?

প্র-প্র। বিরক্ত হবেন না। আপনি দেহ রক্ষার কোন যত্ন করেন না, আমাদের বড় কষ্ট হয়, তাই অনুরোধ করি, বাঁদিদের যা কার্য্য তা ক'র্ত্তে দিলেই তো ভাল হয়।

রিজি। আমার ভাল দেখ্‌তে যদি বড় সাধ তা হ'লে এক কার্য্য কর।

প্র-প্র। আজ্ঞা করুন।

রিজি। তোমার ঐ ছোরা খানি আমায় দাও।

প্র-প্র। ঐ কার্য্যটি মাফ্ ক'র্ব্বেন।

রিজি। তবে আর মমতায় কাজ নাই, আমায় চিন্তা কর্ব্বার অবসর দাও?

প্র,প্র। যে আজ্ঞা। (অন্তরালে গমন)

রিজি। (স্বগত) মেহারা কোন সংবাদ দেয়না, কারণ কি? আমি যে হেথায় দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে জ্বোলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্চি, সে কথা কি তার মনে হয় না? কত আশা দিয়ে গেল, কত কথা ক'য়ে গেল, সবই কি বৃথা হ'লো? ব'লে গেল, তাঁর মন ফেরাবেই ফেরাবে। না পারে সেই সর্ব্বনাশীর কাণে গিয়ে এমন বিষ ঢালবে যে সে তার ভাল-বাসা একেবারে ভুলে যাবে, নাম পর্য্যন্ত মুখে আন্‌বে না। তাও যদি না হয়, বিষাক্ত ছুরিকা নিয়ে গেছে, সুবিধা মত তার বুকে বসিয়ে দিয়ে, সব জ্বালা মিটিয়ে দেবে? কই? তার তো কিছুই দেখ্‌ছিনা। কি হ'লো না হ'লো, কি ক'ল্লে না ক'ল্লে, তার কোন সংবাদই তো পাঠালে না? সময় বুঝে সেও কি শত্রুতা সাধলে? বিশ্বাস কি? আমি কাকেও বিশ্বাস করিনা? আরও দুদিন দেখি, তারপর যা মনে আছে তাই ক'র্ব্ব। কি আর ক'র্ব্ব? ম'র্ব্ব? তাই

বা পা'রছি কই? একটু খানি বিষ কি এক খানা ছুরি কিছুই ঘরে রা'খতে দেয়নি; তাতারীরা সব সাফ ক'রে নিয়ে গেছে!

(প্রধানা প্রহরিণীর প্রবেশ।)

প্র-প্র। সাজাদি! আপনার সহচরী মেহেরা বিবি এসেছেন!

রিজি। মেহেরা? মেহেরা এসেছে? কই? কোথা?

প্র-প্র। বাইরে আছেন, হুকুম হ'লে আ'সতে দিই।

রিজি। ভয় নাই, সে ছোরা ছুরি আ'নবেনা. তা'কে আ'সতে দাও!

প্র প্র.। ছোরা, ছুরি যা' তাঁ'র ছিল, আমরা আগে ভাগে তা' সংগ্রহ ক'রেছি। (প্রস্থান ও মেহেরার প্রবেশ।)

রিজি। মেহেরা!

মেহে। কি?

রিজি। কি আবার কি? সংবাদ কি তাই বল।

মেহে। সংবাদ ভাল নয়!

রিজি। ভাল নয়, মন্দ? কি মন্দ তা'ই বল্ না! অমন র'য়ে র'যে কথা ক'চ্ছিস্ কেন?

মেহে। যে কার্য্যে বাধা দিতে গে'ছলুম, সহস্র চেষ্টাতেও তা' বিফল হ'য়েছে।

রিজি। কি হ'য়েছে?

মেহে। কয়েক দিন হ'ল টাণ্ডা থেকে, সেই আয়েষার একটা সহচরী একখানা চিঠি নিয়ে রাজমহলে যায়; সেখানে গুপ্ত ভাবে সাজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

রিজি। তা'র পর?

মেহে। সেই চিঠী পেয়ে, সাজাদা তা'র সঙ্গে গুপ্তভাবে নদী পেরিয়ে এসে, আয়েষার সঙ্গে দেখা করেন—

রিজি। দেখা করেন! এতটা হ'য়েছে? দেখা ক'রেছেন? মেহেরা! তুই তবে কি ক'রতে ছিলি? বাধা দিতে পারিস্ নি?

মেহে। সুবিধা পাই নি।

রিজি। সুবিধা পাস্ নি? আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, চক্ষে দে'খলি, আর ব'লছিস্ সুবিধা পাস্ নি! যদি সুবিধাই না পা'বি' তবে গেছ্‌লি কেন? অত আশা দিয়ে, আমায় ভুলিয়ে রেখে যা'বার তোর কি দরকার ছিল? তুই না পাঠানী? তোর কাছে না বিষাক্ত ছোরা ছিল? বাধা দেবার সুবিধা যেন পাস নি, সে হতভাগীর বুকে তোর ছোরা খানা বসিয়ে দেবার তো সুবিধা ছিল, তা' কেন করিস্ নি?

মেহে। তিনি যদি তা'রপর সেই রকম গুপ্তভাবে রাজমহলে না ফিরে যেতেন, তা' হ'লে তা'ই ক'রতুম।

রিজি। আজ গুপ্তভাবে গেছেন, গুপ্তভাবে ফিরে এসেছেন, কাল প্রকাশ্য ভাবে গিয়ে, আর যে না ফিরে আ'সতে পারেন, সে কথার কি? সেটা বিষম মায়াবিনী! যখন মায়ার ছলায় ভুলিয়ে এতটা ক'রতে পেরেছে, তখন যে আরও কিছু না ক'রবে তা'র বিশ্বাস কি? তুই হতভাগীই আমার সর্ব্বনাশ ক'রলি! আমার বক্ষের নিধিকে তুই সচ্ছন্দে অপরের হাতে তুলে দিয়ে এলি। যখন এতটা ক'রলি তখন আর বাকীটা বাকী

থাকে কেন? ছোরা নাই? নাই—নাই। তোর হাত পা আছে তো! বুকে হাঁটু দে ব'স্, দুই হাতে আমার গলা চেপে ধর্, আমার সমস্ত জ্বালার নিবৃত্তি হ'ক্! ধর্, বিলম্ব করিস কেন? এ দয়াটাও যদি না ক'রতে পারিস্, তবে দূর হ'! আমি আপন হাতে গলার নলী ছিঁড়ে ফেলে দিই। (তথাকরণোদ্যোগ)।

মেহে। (হস্ত ধারণ করিয়া) আহা কি কর? কি কর? শোন!

রিজি। না শু'নবনা! কা'রও কথাশু'নব না। হাত ছেড়ে দে! নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে মেরে, অবশেষে নিজে ম'রব!

মেহে। ঠাণ্ডা হও! এর যে উপায় আছে! উপায় না ভেবে কি আমি এসেছি?

রিজি। কি উপায়? উপায় আবার কি? তা'কে বিয়ে ক'রে নিয়ে এসে, আমার বুকে পাষাণ চাপিয়ে দেবে, তবে বুঝি উপায় হবে?

মেহে। বিবাহ হ'তে পারে না! সম্রাট্ আলমগীর বর্ত্তমান, কা'র সাধ্য তাঁর অনভিমতে কার্য্য করে? পুত্র হ'য়ে তাঁর শত্রু কন্যাকে বিবাহ ক'র্বে আর তিনি বুঝি তা'ই নিশ্চিন্ত হ'য়ে দে'খবেন? কখন না—কখন না! এ সংবাদ তাঁ'র কাণে উঠলে, এখনিই হুলস্থূল বেধে যা'বে। তাঁ'র একটিমাত্র ইঙ্গিতে সাহাজাদাকে কম্পিত কলেবরে এসে, নিজ দোষ স্বীকার ক'রতে হ'বে

রিজি। কি ক'রে তাঁর কাণে উঠবে ?

মেহে। আমি নিজে গিয়ে তাঁকে সমস্ত কথা জানা'ব।

রিজি। তিনি বিশ্বাস ক'রবেন কেন ?

মেহে। যা'তে বিশ্বাস হয়, তা করা'ব।

রিজি। কি ক'বে ?

মেহে। তাঁ'র গুপ্তচরেদের এই গুপ্ত গমনাগমনের সংবাদ সংগ্রহের আদেশ দেওযাব।

রিজি। তুই আবার বাঙ্গলায় যাবি ?

মেহে। যা'ব না ? যে কাযে হাত দিয়েছি, সে কায নিজে থেকে শেষ না ক'রে আসা, তোমার মেহেরার ধর্ম্ম নয়।

রিজি। এখন কি ক'রবি ?

মেহে। সম্রাটের সঙ্গে এখনি যা'তে সাক্ষাৎ হয়, তা'র উপায ক'রব।

রিজি। কি ক'রে ?

মেহে। সে পরামর্শ তোমার সঙ্গে ক'রব না। সাক্ষাৎ ক'রে, কার্য্য সফল হ'লে, তোমায় এসে ব'লব, ব'লে আজই আবার বাঙ্গলায় রওনা হ'ব।

রিজি। তুই যথার্থ আমার হিতৈষিনী। মা যে তোকে আমার সঙ্গে দিযেছিলেন, এখন তা'র কারণ বু'ঝতে পা'রছি।

মেহে। এখনও নয়! বু'ঝবে, সাজাদি! যেদিন সাজাদা সাহেবকে আমার পাশে এনে বসা'ব! বু'ঝবে সেইদিন—যেদিন, তোমাকে যত ব্যথা দিয়েছেন, তার শত গুণ আদর ক'রে, তোমায় তাঁর শিরপ্যাচের মাণিক ক'রে রাখবেন। ব'ঝবে সেই দিন—সে দিন

তোমার অগাধ ভালবাসার সাগরে সুখে সাঁতার দিতে দিতে, তোমার গোলাম হ'য়ে প'ড়বেন! বু'ঝবে সেইদিন যে তোমার পাঠানী বাঁদী অর্থের লালসায়, তোমার সেবা ক'রতে আসে নি—নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে, শুধু স্বামীর কার্য্যে দেহ পাত ক'রবার জন্যই যে মেহেবার জন্ম, তা' সেই দিন তোমায় বোঝা'ব।

রিজি। যা' ব'ললি,মেহেরা, তা' যে দিন হবে, সেইদিন জা'নব যে, এই পাঠানী একদিন দিল্লীর রাজতক্তে ব'সে, আত্মীয়, স্বজন,দাসদাসী,বন্ধু,পরিজন যে যেথায় আছে, সবা'কে এনে সুখের অংশী ক'রতে পা'রবে! আর তোকে—তোকে যে কি ক'রব,তা' এখন মুখে ব'লব না, কাযে দেখা'ব, মেহেরা, কাযে দেখা'ব।

মেহে। বেস্ তাই করো—আমি এখন আসি!

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শুণ্ডা—শিবির।

আয়েষা, সাহসুজা।

আয়ে। পিতঃ! যদি একান্তই আপনার পণ হয় যে, যুদ্ধ জয় না ক'রে স্থানান্তরে গমন ক'রবেন না, তা' হ'লে আমি আপনার কন্যা, আমি কেন রাজপুরে গমন ক'রব?

সাহ। আয়েষা! তুমি কি জান না যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা উপস্থিত থা'কলে, আমার মন উদ্বিগ্ন থা'কবে, তুমি আমার বিশেষ প্রতিবন্ধক হবে।

আয়েষা। না পিতঃ, আমি তৈমুরবংশ উদ্ভূতা; এ বংশের কুলনারী চিরকালই যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করে থাকে, কখনও কোন যোদ্ধাকে বাধা প্রদান করে না। পিতঃ! আমার মিনতি, যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত; যদি আমার পিতার পরাজয় হয়, পিতা নিজ পণ রক্ষা ক'রে স্বর্গপথে গমন করেন, পথে কে তাঁর সঙ্গিনী হ'বে? তাঁর দুহিতা। আমার জন্য উদ্বিগ হ'বেন না, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যুদ্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করুন।

সাহ। যদি একান্ত না—(মহম্মদের প্রবেশ) একি! সম্রাট সেনাপতি—

মহ। না পিতৃব্য, সাজাহানের পৌত্র—

সাহ। বাদসা আলমগীরের পুত্র, এ পরিচয় দি'চ্ছ না কেন?

মহ। আলমগীর বাদসাহ, আমি স্বীকার করি না। আমার পিতা আওরঙ্গজেব বাদসাদ্রোহী। আমি দারাসেকোর মুসলমান বিরোধী আচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রেছিলেম, আমি সাজাহান বাদসাকে আবদ্ধ ক'রে সন্তপ্ত; আমার নিজ কার্য্য যত দূর সংশোধন ক'রতে পারি, তার জন্য যত্নবান হ'ব। এ কার্য্যে মহাশয়ের সাহায্য পা'ব কি না, এই অভিপ্রায়ে এ স্থানে সাজাহানের পুত্রের সমীপস্থ হ'য়েছি।

আয়ে। পিতঃ, বিশ্বাস ক'রবেন না—প্রবঞ্চনা! শু'নুন সাহাজাদা, আমি সাহসুজার কন্যা, আমি পিতার পক্ষ হ'য়ে প্রস্তাব ক'রছি—বাদশাহ আলমগীরের নিকট আপনি সন্ধি প্রার্থনা করুন। আপনার যদি অপর উদ্দেশ্য থাকে—আমি জীবিত থা'কতে তা' সফল হ'বে না।

মহ। আমি সাহসুজার নিকট আগত; তোমার সহিত আমার কোন কথা নাই।

আয়ে। তুমি নির্ব্বোধ! তুমি কি নিমিত্ত রাজদ্রোহী হয়ে বিপন্ন হ'চ্ছ?

মহ। সে আমার ইচ্ছা—তোমার ইচ্ছায় আমি চালিত হ'ব, এরূপ কেন বিবেচনা কর? (সাহসুজার প্রতি) আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

সাহ। বৎস! আওরঙ্গজেবের ন্যায়, আমি নিজ স্বার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে, অসংখ্য ভারতবাসীর শোণিত দানের কারণ হই নাই। আমি পিতৃশত্রু দমনের জন্য সমরক্ষেত্রে উপস্থিত! তোমার মনোভাব যেরূপ ব্যক্ত ক'রলে—যদি তোমার সে উদ্দেশ্য হয়, আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য এক; কিন্তু বৎস! তুমি আওরঙ্গজেবের পুত্র!

মহ। আওরঙ্গজেবের পুত্রের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন ক'রবেন, আমার সহিত মিলিত হ'বার যদি এই মাত্র বাধা হয়, সে বাধা আমি এই দণ্ডেই দূরীকৃত ক'রছি। পিতৃব্য! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আপনার কন্যা আয়েষার পাণিগ্রহণপ্রার্থী!

আয়ে। আমি রাজদ্রোহীকে কদাচ বরণ ক'রব না। মহম্মদ! মহম্মদ? আমি তোমার নিকট সন্ধিপ্রার্থী ছিলাম, কেন তুমি স্বয়ং বিপন্ন হ'চ্ছ? এ কার্য্যের ফল তোমার আপন অনিষ্ট সাধন, এতে আমার পিতৃ-উপকার তিলমাত্র সম্ভব নয়। পিতঃ! কন্যার মিনতি, বাদসাহ আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করুন।

সাহ। বৎসে! এইমাত্র না তুমি তৈমুরকুলোদ্ভবা ব'লে শ্লাঘা করছিলে, তবে তোমার পিতা নিজ সদিচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক, প্রাণ ভয়ে বিদ্রোহী আলমগীরের শরণাপন্ন হ'বে, এরূপ প্রত্যাশা কি নিমিত্ত ক'রছ? বোধ হয় তুমি বংশের রীতি জান না; মৃত্যু বা বিপদ আলিঙ্গন ক'রতে, এ বংশে কেহই পশ্চাদ্পদ হন নি। (মহম্মদের প্রতি) বৎস! কন্যাদানে পিয়ারিবানুও অধিকারিণী, তাঁ'কে ল'য়ে আসি। আয়েষা, অতিথি সৎকার কর।

[সাহসুজার প্রস্থান।

আয়ে। কি সর্ব্বনাশ ক'রলে? বাদসাহের বিরোধী কি নিমিত্ত হ'লে? যদি আমার অনুরোধে করে থাক, এখনও নিজ শিবিরে প্রতিবর্ত্তন কর! যৌবরাজ্য তোমার, সিংহাসনে তুমিই অধিকারী, আমার নিমিত্ত কেন সে সমস্ত বিসর্জ্জন দাও? যাও, মহম্মদ যাও—পিতৃদ্রোহিতা মহাপাপ! সে কার্য্যে লিপ্ত

হ'ও না। আমার অনুরোধ—আমার মিনতি—ফিরে যাও।

মহ। আয়েষা! তুমি চিন্তা ক'র না। আমি সসৈন্যে তোমার পিতার সহিত মিলিত হ'লে আলমগীর কদাচ আমাদের প্রতিরোধ ক'রতে পা'রবেন না। আমি পিতৃদ্রোহী নই। পিতা আমার বিপথগামী, তিনি রাজ্যলালসায় নিজ পিতার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার ক'রছেন। সেই মুসলমান বিরোধী পথ হ'তে তাঁ'কে নিষ্ক্রান্ত করা আমার উদ্দেশ্য! এ আমার রাজদ্রোহীতা নয়!

আয়ে। বাদসার বল কি তুমি অবগত নও?

মহ। বাদসাহ যদি আমাদের উভয় অপেক্ষা বলবান্ হ'ন, তথাপি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা উভয়েই প্রবৃত্ত। আয়েষা! সদনুষ্ঠানে বাধাপ্রদান তোমার উপযুক্ত নয়।

আয়ে। অনুষ্ঠান, সৎ বা অসৎ—আমি নারী—আমি তা' কি জানি? কিন্তু যে আমার সর্ব্বস্ব, আমার অন্তরাত্মার অভ্যন্তরে যাঁর স্থান, যাঁকে আমি দিবানিশি পূজা করি, যাঁর ধ্যানে আমি নিয়ত নিমগ্ন, যখন তাঁর বিপদাশঙ্কা, তখন আমি হিতাহিতজ্ঞানবর্জ্জিতা। মহম্মদ যাও! মিনতি ক'চ্ছি, আত্মরক্ষা কর।

মহ। আয়েষা! আত্মরক্ষার জন্যই এসেছি—যদি তুমি জা'নতে যে, কি প্রবল অনলে দিবানিশি দগ্ধ হ'চ্ছি তা' হ'লে বিপদাশঙ্কায় আমায় নিরস্ত হ'তে ব'লতে না। তুমি কি জাননা, তোমা ব্যতীত রাজ-সিংহাসন

আমি তৃণজ্ঞান করি, রাজসিংহাসনের যদি কিছু মূল্য থাকে, সে মূল্য তুমি অধিকারিণী হ'লে—নচেৎ সে আমার বন্য কুটীর অপেক্ষাও হীন। তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তোমা হারা হ'য়ে আমি স্বর্গবাসের ও প্রয়াসী নই।

(পিয়ারিবান্থ ও সাহসুজার প্রবেশ)

পিয়া। বৎস! আমরা উভয়ে তোমায় উপযুক্ত পাত্র স্থির ক'রেছি। বৎসে! আমার গর্ভের কন্যার ন্যায় পতিকে সমাদরে গ্রহণ ক'র।

সাহ। বৎস মহম্মদ! আজ হ'তে তুমি আলম্‌গীরের পুত্র নও—আমার পুত্র। আমার সর্ব্বস্ব তোমায় অর্পণ ক'রলেম!—কল্যই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হ'বে, তুমি প্রস্তুত হও।

[সাহসুজা ও পিয়ারীবান্থর প্রস্থান।

(সখিগণের প্রবেশ ও গীত।)

সাধনায় বশ করা যায় দেবতায় যখন।
মানুষকে বশ ক'রতে তখন লা'গবে কতক্ষণ।
ধ্যানে গড়া দেবতার ছবি ধারণা লুবে।
প্রাণের তারে ঘা দিয়ে তায় নে আসে ধরে।
এ যে চোখের দেখা জ্যান্ত ছবি সর্ব্ব সুলক্ষণ।
এ'বে কাণ্‌রে চোখের দেখার কথা করিয়ে দে স্মরণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

বাখেরের বাটী।

আমিরণের প্রবেশ।

আমি। এখন বুড়ো সাজগোজ ক'রে এলে হয়! মেহেরাকে ত' তা'র ভাড়া করা বাড়ী থেকে আ'নতে পাঠিয়েছি। ঐ যে বুড়ো, ঐ যে! কেমন থপথপ ক'রে আসছে! সাজগোজেরই বা বাহার কি! পাগল! পাগল! নইলে আর এমনটা হয়।

(বৃদ্ধ শিকদারের প্রবেশ।)

এস দাদা এস—দাদা এস!

বৃ-শি। কেমন সাজগোজ ক'রে এসেছি ব'ললে না?

আমি। বেশ দে'খতে হয়েছে! একি?

বৃ-শি। কৈ কি?

আমি। (পেটিতে ল্যাজ আঁটিয়া দিয়া) এই যে ল্যাজ?

বৃ-শি। (দেখিয়া) কৈ আমি ত পরি নি!

আমি। তবে বুঝি ভগবান্ পরিয়ে দিয়েছেন। তা থাক্, থাক্ খুলে কায নেই! ভগবানের দেওয়া জিনিস ত্যাগ ক'রতে নেই! দাঁতের পাটি পরেছ ত দাদা?

বৃ-শি। পরিছি বই কি!

আমি। কৈ টিপে দেখি! (টিপিবার ছলে দুই গালে চূণ কালি লাগাইয়া দেওন) হাঁ। পরেছ বটে. বেশ দেখাচ্ছে!

বৃ-শি। কৈ? পোষাকের কথা ব'লছ না?

আমি। পোষাকি বেশ হয়েছে! তবে চাওয়া কি না—তাই যা।

বৃ-শি। কেন মানায় নি?

আমি। তোমায় আবার মানাবে না? তোমায় কি না মানায় দাদা?

বৃ-শি। তাই বল্ দিদি—তাই বল্! বড়মানুষের মেয়ে—যেন বেমানান্ না বলে।

আমি। তা' ব'ল্‌বে না। এ্যাঃ! টুপিটে ভাল হয় নি! দাঁড়াও আমি একটা ভাল দেখে পরিয়ে দি! (পশ্চাৎ হইতে টুপির বদলে একটা দৃষ্টি কটু উষ্ণীষ আঁটিয়া দেওন) এইবার বেশ হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও দাদা! এইবার আমি তাকে নিয়ে আসি। দেখো! তার সঙ্গে বেস্ রসিকতা ক'রো। যেন বেরসিক না ঠাওরায়।

বৃ-শি। উঁহুঁ! তা ঠাওরাতে দেব না। এমন রসাল রসিকতা ঝাড়্‌ব যে, রস অমনি টস্ টস্ ক'রে পোড়ে ভুঁয়ে গড়িয়ে যা'বে।

আমি। তা'ই ক'রো দাদা! তা হ'লে সে অম্‌নি খপ ক'রে পছন্দ ক'রে ফে'ল্‌বে।

[আমিরণের প্রস্থান।

বৃ-শি। (স্বগত) টাওা সহরের মধ্যে, অমন অট্টালিকে, তা'শ টাকাকড়ির কাঁড়ি, তার ওপর আবার হীরে জহরাৎ আস্‌বাব পত্তোর! একবার বে টা যে হ'য়ে গেলে হয়—সব আমার হবে। আমি যা ক'রব্, তাই

হবে। বাজে খরচ ত' ক'রতে দেবই না। ঐ যে আ'সছে ; বাঃ! বাঃ! কি রূপ রে! একেবারে ধাঁধা লেগে গেল যে!

ঝমর ঝমর ঝুমর বাজে পায়।
বুক পেতে দে প'ড়তে যে প্রাণ চায়॥
আহা বেশ, বেশ, বেশ!

(গান করিতে করিতে মেহেরাকে লইয়া আমিরণের প্রবেশ)

গীত।

ভোমরা বঁধু হে, এনেছি ফুটন্ত গোলাপ।
গুনগুননি স্বপে তোমার গুণ ক'রে, পার হে যদি করহে প্রেমালাপ।

বু-শি। শোন—গুন্ গুন্ গুন্—গুন্, গুন—
ফোটা গোলাপের পাপড়িতে কই দেখছি না ত ঘূণ?
তবে ডালে কাঁটা সব কাঁটার ভয়ে—
কাঁটা হ'য়ে ভাই ভাবছি যদি ফুটিয়ে করে খুন;—

মেহে। যদি কাঁটার এত ডর,
গোলাপ ত্যজে ঘেঁটু ফুলে করুন নাগর ভর,
তাতে নাই কাঁটা, তা'র সাফ ডাঁটা—
সে কইবে না ক' কোন কথা, ওঁর সইবে লো হাঁপদাপ।
ওঁর সা'জবে না গোলাপ।

আমি। দাদা বদরসিক তো নও,
বিবাগের হুল ফুটিয়ে কেন রাগের ধাক্কা সও,
এ ফুল ঠাণ্ডা বড়, সইবে না'ক একটুখানি তাপ।
এ কাঁটা ফোটালেও সইতে হবে, দিও না মনস্তাপ।

বু-শি। ভাল সইব, সইব, সইব,

মেহে। আমি সাথে তবে ঠিক রইব,

তবে কও দুজনে যেমন থাকে তরওয়াল আর খাপ,

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

দাদা মশাই গো, আমরা তোমার নিই গোবরের ছাপ,
আমরা তোমার, দাদা মশাই গো, নিই গোবরের ছাপ।

বু-শি। ও বাবা! এঁরা আবার কেন?

মেহে। তাই ত'!

১ম বাঁদী। আমরা সাধে এসেছি—আপনার নিধি পরের হাতে যা'চ্চে, তাই এসেছি।

২য় বাঁদী। আমাদের ঘাঁড় গিদের গোয়ালে সেঁধুচ্চে, তাই এসেছি।

বাঁদিগণ। তাই এসেছি! তাই এসেছি!

মেহে। এ কথার মানে কি?

১ম বাঁদী। মানে আবার কি? উনি আমাদের বিয়ে ক'রে, আবার লুকিয়ে নিকে ক'রতে এসেছেন, এই এর মানে, মানে আর কি?

বু-শি। সব মিছে-সব মিছে—

২য় বাঁদী। মিছে বটে রে ড্যাক্‌রা! মালা নিস্‌নি?

বু-শি। ফাঁকি বাজি—ফাঁকি বাজি—দম্‌বাজি—দমবাজি—শুন না শুন না, পালাই চল, পালাই চল!

১মবাঁদী। পালাবে বই কি? কৈ পালাও দেখি? (হস্তধারণ)।

বু-শি। উহু হাত ভাঙ্গে! ছাড়িয়ে নাও, ছাড়িয়ে নাও, স'রনা, স'রনা। (মেহেরার হস্ত ধারণ)।

মেহে। একি কর? ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!

(হস্ত ছাড়াইবার চেষ্টা)

বৃ-শি। ছেড়ে দিলে, ওরা ধ'রে নে যা'বে।

মেহে। নিয়ে যাবেই ত; যেমন ফাঁকি দে' আমায় ভোলাতে এসেছিলে, তেমনি জব্দ হও গে। হাত ছাড়। হাত ছাড়'!

বৃ-শি। উঁহুঁ হুঁ, তা ছা'ড়ব না। ওরে তোরা ছাড়, তোরা ছাড়! আমায় কথা কইতে দে।

বাঁদী। কথা ঘরে গিয়ে হ'বে এখন।

বৃ-শি। তোদের সঙ্গে নয়, তোদের সঙ্গে নয়। এই এঁর সঙ্গে।

মেহে। আমার হাত ছেড়ে দাও! আমি তোমার কোন কথা শু'নতে চাই না।

(সজোরে হাত ছাড়াইয়া লওন।)

বৃ-শি। (বাঁদীগণকে টানিতে২ মেহেরাকে গমনোদ্যত দেখিয়া) ওই গেল, গেল, গেল! এই গেল গেল, গেল! ওরে ছাড়্‌বে! আহা তুমি যেও না, তুমি যেও না, শো'ন শো'ন। ও আমিনা। তুই বুঝিয়ে দে, দিদি! তুই বুঝিয়ে দিয়ে, আমায় রক্ষা কর!

আমি। তা' সত্যি কথাই ব'লতে হয়! দাদা মশাই ত তোদের বিয়ে ক'রতে রাজি হ'য়েছিল, তোরাই ত চোরের মত্ত ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছিলি।

(বাঁদীগণের হাত ছাড়িয়া দেওন)

বৃ-শি। হাঁ কেমন? এইবার? মেহেরা সুন্দরি! এখন ত' সব বু'ঝতে পা'রলে?

মেহে। পা'রলুম।

বৃ-শি। তবে এস আমার হও. তোরা দেখছিস কি? চল ত'।

গীত।

বাঁদীগণ। দূর, দূর, দূর, গোবের গড়ুগ, ম'রগে যা।
বামন হ'য়ে, আকাশের চাঁদ ধ'রগে যা।
বুড়ী। মর, মর, মর, পেঁচামুখীর দল,
বাঁদীগণ। ম'রগে যা তুই বাঁদর মুখো, ওই মরবারি কল;
বুড়ী। তোরা দূর হ'—
বাঁদীগণ। তুই দূর হ'—
তোর আছে পৃষ্ঠে প'ড়বে এবার কোড়ার ঘা।
ছট্‌ফটিয়ে ম'রবি বুড়ো, বাঁচবি না।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

টাণ্ডা সুসজ্জিত বিবাহমণ্ডপের সম্মুখ।

(মহম্মদের প্রবেশ।)

মহ। (স্বগত) আজ আমার জীবন নাটকের এক প্রেমোচ্ছ্বাস-পূর্ণ নূতন অঙ্ক অভিনীত হ'তে চ'লল। এ অভিনয়ের প্রধান অভিনেতা আমি, আর প্রধানা অভিনেত্রী আয়েষা। অভিনয় কার্য্য, পরস্পরের ধর্ম্মানুমোদিত দেহ মনের মিলন সংঘটন, আর অনন্তকালের জন্য আমার অচ্ছেদ্য অটুট বন্ধন। এ অভিনয়ের পরিণাম কোথায়, তা' তিনি জানেন, যিনি আমার জন্য এই নব নাটিকা রচনা করেছেন। দুঃখ শোকে, নয় সুখে, তিনি জানেন, কিসে এর শেষাঙ্ক অভিনীত হ'বে।

(আমিরণ ও বাঁদীগণের
গান করিতে২ আয়েষাকে লইয়া প্রবেশ)

(গীত)

এবার উ'ঠবে মাণিক রাজার মাথায়, খনির ভিতর থা'ক্‌বে না।
শিরপেঁচেতে ব'সবে গিয়ে, আর ঢেকে কেউ রা'খবেনা।
জ্ব'লবে মাণিক ঠিক চাঁদের মতন,
ঠিকরে প'ড়বে চৌদিকে কিরণ;
দেখ্‌বে চেয়ে যে, তার চোখের পলক,
আর কিছুতেই প'ড়্‌বে না।
আ'লোয় আলোয়, ঝলমল ঝলমল
থা'ক্‌বে সদাই ন'ড়বে না।

আমি। সাজাদা। দে'খছেন কি? আমরা বাঁদী নই, আমরা সব বিদ্যাধরীরদল, এই স্বর্গের সিঁড়ি এনে হাজির ক'রেছি।

মহ। স্বর্গের সিঁড়ি, না আদত স্বর্গ?

আমি। সে আপনি বুঝে নিন, আমরা এনে খালাস্‌।

মহ। কে ব'ললে? বিদ্যাধরী না হ'লে স্বর্গ মানায় না।

আমি। ওটা কথার কথা; আদৎ কথা, স্বর্গ মানায় দেবতায়, আর দেবতা মানায় স্বর্গে! তা দুইই যখন এক হয়েছে, তখন আমরা ত কেবল বাড়ার ভাগ।

মহ। আয়েষা! তুমি এই কথাটার জবাব দাও।

আয়ে। আমি হ'লে ব'লতুম, স্বর্গও চাই দেবতাও চাই, আর এই বাড়ার ভাগ বিদ্যাধরীদেরও চাই। কেন না।

বিদ্যাধরীরা না থা'ক্‌লে দেবতা নিভে থা'কবে, আর দেবতা নিভে থা'কলেই স্বর্গ অন্ধকার হবে।

(সাহজিদা ও পিয়ারি বানুর প্রবেশ।)

সাহ। বৎস মহম্মদ! মনুষ্য জীবনে সাধ অনেক, সকলের সকল সাধ পূর্ণ হয় না। আমার জীবনে অনেক সাধ ছিল, অধিকাংশই অপূর্ণ অবস্থায় আছে। এই সাধটিও অপূর্ণ ছিল, ভেবেছিলেম অপূর্ণই থা'কবে; কিন্তু আজ ঈশ্বরের কৃপায়, আর তোমার কল্যাণে, সেই সাধ আমার পূর্ণ হ'তে চ'লেছে। তুমি সচ্চরিত্র, সরলচেতা যুবক, তোমার হস্তে কন্যা সম্প্রদান বহুভাগ্যের কথা। আমার ভাগ্যে যে এরূপ শুভ ঘটনা ঘ'টবে, তা' আমার মনে ছিল না। কিন্তু বৎস! মনুষ্যের মন এক—ঈশ্বরের লীলা আর, সহস্র বাধা সত্ত্বেও, তাঁর কার্য্য তিনি সম্পাদন ক'রে থাকেন। আজ এক্ষেত্রে তাঁর কার্য্য তিনি সম্পাদন ক'চ্ছেন, আমি কেবল সেই মহাযন্ত্রীর যন্ত্র স্বরূপ হ'য়ে—তোমার হস্তে আমার এই মহা-মমতার পাত্রীটিকে অর্পণ ক'রতে অগ্রসর হ'য়েছি।

পিয়া। আয়েষা! মা আমার! বরাবর আশা ছিল, তোমার বাল্যসাথীকে তোমার চিরসাথী রূপে দে'খব। ঘটনাচক্রে এত দিন তা' ঘটেনি; আজ সেই শুভ সময় উপস্থিত; বহু দিনের আশা আজ পূর্ণ হ'বে। তোমাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান ক'রে, ভগবানের

কাছে তোমার চির জীবনের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য প্রার্থনা ক'রব।

সাহ। (মহম্মদের হস্ত ধারণ করিয়া) বৎস! আজ হ'তে তুমি আমার অত্যধিক স্নেহের সামগ্রী হ'লে। আমার কন্যারত্ন এখন তোমার।

পিয়া। (আয়েষার হস্ত ধারণ) মা এতদিন আমাদের ছিলে, আজ তুমি তোমার স্বামীর গৃহলক্ষ্মী হ'তে চ'ললে। (উভয়কে উভয়ের হস্তে সম্প্রদান।) আশীর্ব্বাদ করি, জীবনে মরণে যেন এ বন্ধন ছিন্ন না হয়। সুখে, দুঃখে, একত্র সমভাবে কালযাপন কর।

(নেপথ্যে তোপ শব্দ)

সুজা। একি! কিসের শব্দ।

মহ। তাই ত। (পুনঃ পুনঃ শব্দ) কামানের যে! এ ত' উৎসবের নয়!

(দ্রুতপদে বাখেরের প্রবেশ।)

বাখে। জাঁহাপনা! শত্রুপক্ষ গঙ্গাবক্ষে সেতু নির্ম্মান ক'চ্ছে, আর পরপার হ'তে অনবরত গোলাবর্ষণ ক'চ্ছে; অবিলম্বে এপারে এসে উপস্থিত হ'বে।

মহ। উত্তম হয়েছে! শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য ল'য়ে, এখনি তা'দের বাধা প্রদান করিগে! (মণ্ডপ হইতে অবতরণোদ্যোগ)।

সুজা। স্থির হও, বৎস! বিবাহ উৎসব সমান ভাবে চলুক! তোমার এখন অগ্রসর হ'তে হ'বে না; আমি স্বহস্তে অসি ধারণ করি না। এখনি আমার গোলন্দাজ সৈন্যদের ল'য়ে সেতুভঙ্গের জন্য চ'ল্লেম। তুমি

নিশ্চিন্ত থাক ! পশ্চাতে সৈন্যবল লয়ে আমার সেনাপতিরা অগ্রসর হ'বে ।

মহ । না পিতঃ, না ! আমায় অগ্রসর হ'তে দিন ! আমায় দে'খলে, ওপক্ষের বহুতর সৈন্য আমার কাছে আ'সবে !

সুজা । কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । আমার সৈন্যবল যথেষ্ট আছে । এবার জীবন মরণের সংগ্রাম ! হয় ভাগীরথীগর্ভে সমস্ত সৈন্য বিসর্জ্জন দিয়ে, অসিহস্তে শত্রু সৈন্য সাগরে ঝম্প প্রদান ক'রে,এ জীবন বিসর্জ্জন দেব,—নয়, সমগ্র শত্রুসৈন্যের শোনিতে ভাগীরথীকে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়ে, পিতৃদেবকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনরুপবেশন করা'তে অগ্রসর হ'ব !

মহ । আমার ও উদ্দেশ্য তাই, আমায় সঙ্গে ল'ন !

সুজা । না বৎস, তা' হ'বে না ! [illegible] দ্ধ তোম[illegible] চালনা ক'রতে দিয়ে, সাহসুজা সহ[illegible] কিছুতেই নিন্দার ভাজন হ'তে চাইবে না । তুমি বিবাহার্থী, বিবাহ কার্য্য শেষ করাই তোমার এক্ষণে একমাত্র কর্ত্তব্য ; আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছি, আমি যুদ্ধ ক'রব ! ধর্ম্ম আমার সহায়, ধর্ম্ম-বলে আমি বলীয়ান্ । পৃথিবীতে ধর্ম্মের জয় অবধারিত ! আজ যদি এ যুদ্ধে পরাজিত হই, তা' হ'লে জা'নব, ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে শয়তানই এখন এ পৃথিবীর রাজা হয়েছে । চল বাখের, এখানে বিবাহ উৎসবের আনন্দধ্বনিতে দিক্‌দিগন্তর পূর্ণ হ'ক,আর ওখানে রণ-রঙ্গের শোনিতোৎসবে বিকট লীলার অভিনয় চলুক !

একদিকে বামাকণ্ঠের সুমধুর গীতিনিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হ'ক, অন্যদিকে বীরের বিকট হুঙ্কারে, মুমূর্ষুর করুণ ক্রন্দনে, একটা হা হা শব্দ বিজড়িত বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ক। চল, এখনকার এক মুহূর্ত, অন্য সময়ের বর্ষব্যাপী কালের অনুরূপ।

[বাখের ও সাহসুজার প্রস্থান।

পিয়া। উৎসব সমভাবে চলুক! ভয়-চকিত হবার কারণ কিছুই নাই।

[প্রস্থান।

আমি। ঠিক কথা! ওঁরা শত্রুপক্ষকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে, কঠোর প্রস্তর-কারাগারে বন্দী করুন্ গে, আমরা মিত্রপক্ষকে কুসুম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, কোমল হৃদয়-কারাগারে বন্দী ক'রে রাখি।

(পুষ্পমালো উভয়ের হস্ত বদ্ধ করিয়া বাঁদীগণের গীত)

(গীত।)

প্রেম-পীযূষ-পান-প্রয়াসী পিয়াসা মিটায়ে নাও।
পরেরে আপন করিয়া লইতে (সুখে) আপনা স'পিয়া দাও॥
যত ভালবাসা রেখেছিলে চিতে,
আগু হ'য়ে যাও সবটুকু দিতে,
চাহিতে হবে না, চেও নাক কিছু, পাও ভাল নাই পাও—
দেওয়াই প্রেমের মরম করম, প্রাণ ভরে দিয়ে যাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আগরা—বাদসাহের অন্দরস্থ প্রাঙ্গণ।

উভয় পার্শ্বে তাতার প্রহরিণীগণ ও খোজাগণ দণ্ডায়মান।

(গীত)

তা—রম। এস মাতি মোরা রণ রঙ্গে,
খোজা। এস মাতি মোরা রণরঙ্গে,
তা—রম। এই কোষ বিমুক্ত শোণিত সিক্ত ক্ষুর ধার খর কৃপাণে,
ঝণ্‌, ঝণ্‌, ঝণ্‌, ঝনন্‌, ঝনন্‌ শব্দ ধ্বনিবে সঘনে, (তরবারি উন্মোচন)
খোজা। ঘূর্ণনে, প্রতি ঘূর্ণনে, এস খেলব উভ সঙ্গে,
শঙ্কা না হবে, রক্ত বহিবে কামিনী-কম-অঙ্গে।
তা—রম। থাম্‌, থাম্‌ থাম্‌, দর্প দলিব, চোখা চোখা বান এড়িয়ে,
খোজা। দেখ দেখ, দেখ, চর্ম্মে ঠেকিয়ে চোখা বান গেল পড়িয়ে
তা—রম। ধিক, ধিক, ধিক, আগু না হইলি, ডরিলি নারী-তরঙ্গে,
(হাত তালি দিতে দিতে)
রণে ভঙ্গ দিলি আতঙ্কে।
রণে ভঙ্গ দিলি আতঙ্কে।

(খোজাগণের পলায়ন ও তাতার প্রহরিণীগণের পশ্চাদ্ধাবন)

(এক পার্শ্ব হইতে আওরঙ্গজেব, ও অপর পার্শ্ব হইতে মেহেরার প্রবেশ)

আও। কে তুমি?

মেহে। জাহাঁপনা! বাঁদী আপনার পুত্রবধূর অনুচরী।

আও। পুত্রবধূর অনুচরী! ওঃ—সেই মেহেরা না? ঠিক! বাঙ্গলার কিছু নূতন সম্বাদ আছে না কি?

মেহে। অপরাধ ল'বেন না। স্বচক্ষে দেখে এসেছি, সাহাজাদা স্বপক্ষ ত্যাগ ক'রে, বিপক্ষ পক্ষে যোগদান ক'রেছেন।

আও। হুঁ! তা'রপর!

মেহে। তিনি এক্ষণে রাজমহলে নাই। তাণ্ডায় গিয়ে সুজা-সাহেবের কন্যা আয়েষার পাণিগ্রহণ ক'রেছেন।

আও। পাণিগ্রহণ!

মেহে। আজ্ঞে হাঁ, জাহাঁপনা! বাঁদীর একটি কথাও কল্পিত নয়।

আও। (স্বগত) বেসায়েস্তা—বেইমান—অগ্নি সমুদ্রে ঝম্প প্রদান ক'রেছে। আলমগীরের রাজ্যে যে কার্য্য ক'রতে সিংহ শার্দ্দূল ভয় পায়, নির্ব্বোধ, বিরাদব—নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছে! বাঁদি! ব'লতে পার, কত সৈন্য তা'র সঙ্গে গেছে?

মেহে। আজ্ঞে, জাহাপনা! এক প্রাণীও না।

আও। উজিরের কোন সম্বাদ রাখ?

মেহে। আজ্ঞে হাঁ! রাখি, জাহাঁপনা! সাহাজাদার রাজ-মহল ত্যাগের পর সৈন্যদের মধ্যে মহাবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'ল! সেই সম্বাদ পেয়ে উজির সাহেব, তিনপাহাড় হ'তে এসে, বহু আয়াসে, শৃঙ্খলা

স্থাপন ক'রলেন। তার পর যুদ্ধোদ্যোগ—উদ্যোগ কেন—এক রকম আরম্ভ দেখেই আমি এসেছি।

(পত্রাধার হস্তে জনৈক খোজার প্রবেশ)

খোজা। জাহাঁপনা! খাস মুন্সিসাহেব এই পত্র প্রেরণ ক'রেছেন। ব'লে দিয়েছেন—বড়ই জরুরি!

আও। (পত্র লইয়া) এই যে বাঙ্গলার পত্র। (পত্রপাঠ) খোদা! ধন্য আপনি! ধন্য আপনার কৃপা! বান্দা আপনার চির দাস!

মেহে। জাহাঁপনা! বাঁদী কি পত্রের কথা শু'নতে পায়?

আও। অবশ্য পাবে! যুদ্ধে উজির জয়লাভ ক'রেছেন। সুজা ও মহম্মদ টাণ্ডা পরিত্যাগ ক'রে ঢাকায় পলায়ন ক'রেছে।

মেহে। এখন উপায়!

আও। কিসের উপায়?

মেহে। সাহাজাদাকে আয়ত্তে আনা।

আও। এনে লাভ? ভাগ্যহীনের সঙ্গীদের যে দুর্দ্দশা হ'য়ে থাকে, তা'রও তাই হ'বে। আমি আর তার মুখ-দর্শন ক'রব না।

মেহে। জাহাঁপনা! আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনারি সঙ্গে বাদানুবাদ আমায় সম্ভবে না। তবে গোস্তাকি মাফ ক'রেন ত' একটা কথা বলি।

আও। বল।

মেহেরা। প্রভু! সাহাজাদাকে ক্ষমা মার্জ্জনা ক'রবেন, না হয় আপনার মনোমত শাস্তি দেবেন, সে পরের কথা।

কিন্তু আপাততঃ তা'কে সুজা সাহেবের সঙ্গে একত্র থা'কতে দেওয়াটা কি ঠিক? তিনি বহুযুদ্ধজেতা, সাহসী বীরপুরুষ,—তা'র উপর সাহসুজা বঙ্গবাসীর অতি প্রিয়; আবার যে সৈন্য সংগ্রহ হ'বে না, আবার যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উ'ঠবে না, সে কথা কে নিশ্চয় করে ব'লতে পারে?

আও। চিন্তার কথা বটে। (চিন্তার পর) আচ্ছা। তা' হ'লে মহম্মদকে কৌশলে আয়ত্ত করা যাক। (পত্র পৃষ্ঠে কিছু লিখিয়া) জবর! খাসমুন্সির কাছে এখনই নিয়ে যাও—জরুরি! (পত্র লইয়া খোজার প্রস্থান) বাঁদি! তুমি এখনই বাঙ্গলায় রওনা হ'তে পা'রবে?

মেহেরা। এখনই, এই দণ্ডে!

আও। সাহাজাদা মহম্মদের নামে এক খানা পত্র পাঠা'ব; পত্রবাহিকা, তুমি!

মেহে। যে আজ্ঞা!

আও। পত্রখানা কিন্তু কৌশলে—যেন ভুলক্রমে—বুঝেছ, সুজার হাতে পড়া চাই।

মেহে। তা' প'ড়বে—আমার লোক আছে।

আও। খুব সাবধান! মহম্মদের হাতে প'ড়লে, কোন কৌশল আর খা'টবে না।

মেহে। যে আজ্ঞা, জাঁহাপনা। (প্রস্থান)

আও। (স্বগত) দুর্ব্বিনীত বালকের বিড়ম্বনার আরম্ভ। সাহসুজা! সাবধান! তোমার নিজের কৌশলই তোমার মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়াবে। দিল্লির সিংহাসন-

সোপান কুসুমাবৃত নয়—কণ্টকাকীর্ণ! আর সে কণ্টক অপসারিত ক'রবার ক্ষমতা—খোদা কেবল আমাকেই প্রদান ক'রেছেন। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

ঢাকা—রাজোদ্যান সংলগ্ন নিভৃতস্থল।

(স্ত্রীলোকবেশী বৃদ্ধ শিকদারের প্রবেশ)

বৃঃ-শি। (স্বগত) হায়, হায়, হায়! বেটী এমন সর্ব্বনাশটা ক'রে গেল গা! ব'ললে আমীরের মেয়ে, টাণ্ডায় অট্টালিকে বাড়ী, আসবাব পত্তর, ধন দৌলত, এলবাৎ পোষাক, চাকর বাকর সব নিজের। শেষ দেখি সব ভূয়ো! বেটীতো পালা'ল, আর এল কিনা বাড়ীওয়ালা—দাও ভাড়ার টাকা; এল কিনা সদাগর, দাও আসবাব পত্তর আর এলবাৎ পোষাকের দাম। চাকর নফরের দল এসে দাঁ'ড়াল, দাও আমাদের রোজ! ধন দৌলত খুঁজে দেখি, ভাঁড়ারে ছাই কেবল ক'টা ভাঙ্গা বাক্স পড়ে আছে, তা'তে এক কুড়া কাণা কড়িও নেই। পালিয়ে এলুম ঢাকায়, শুনি সব পাওনাদার হাজির।—বেটারা কি পাজি গা! সামান্য টাকার জন্য মানুষে মানুষকে এদ্দূর তাড়া করে? শু'নছি আমায় ধরে টাকা আদায় ক'রবে, আর জোচ্চোর ব'লে জেলে দেবে। এখন পালাই কি ক'রে? খোদার নূর, তা'ও কামালুম। কাবরি

ছেঁটে পাটের চুল বানালুম; মেয়ে মানুষের পোষাক ও প'রলুম ; এখন এত করেও যদি ধরা পড়ি ?

(পশ্চাৎ দিক হইতে আমিরণের প্রবেশ)

আমি। (স্বগত) এই যে, ঠিক এই দিকে ত' এসেছে। (প্রকাশ্যে) কেরে মাগী,এখানে উকি ঝুঁকি মা'চ্ছিস্ ?

বৃঃ-শি। (মুখ ঢাকিয়া স্বগত) ইস্! তাইত! এ হতভাগী আবার এখানে ম'রতে এল কেন ?

আমি। আ মর্—মাগী কথা কয় না যে! আবার মুখ ঢাকে ! কে তুই, দেখি ! (মুখাচ্ছাদন খুলিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ ! একি ? ও দাদামশাই একি ?

বৃঃ-শি। উঁ-হুঁ-হুঁ— (পুনরায় মুখ ঢাকিবার চেষ্টা)

আমি। আর মুখ ঢাকা কেন ? আমি যে চিন্তে পেরেছি, দাদামশাই !

বৃঃ-শি উঁ-হুঁ-হু না—"দাদামশাই না।"

আমি। আবার বলে "দাদামশাই না" ! আচ্ছা দাদামশাই কি না—টাণ্ডা থেকে যা'রা কাজির পরোয়ানা এনেছে, তাদের এনে দেখাই দেখি !

বৃঃ-শি। না আমিরণ ! না ! তোমার হাতে ধরি—অমন কার্য্যটি ক'র না ! আমি ধনে প্রাণে মারা যা'ব।

আমি। ধনে প্রাণে মারা যা'বার কায ক'রলে কেন,দাদামশাই ?

বৃঃ-শি। সে ত' ভাই, তোদেরই জন্যে করা।

আমি। তোমার দুঃখ দেখে, আমরা যেন দেখিয়েই দিয়েছিলুম, তুমি বিজ্ঞ মানুষ—তোমার ত' দেখে শুনে, বুঝে সুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

বৃঃ-শি। তা বটে—তা বটে তা—তা—তা'র রূপে আর বয়েসেই ত', ভাই, ভুলিয়ে দিলে না।

আমি। তা' যেমন ভুল করেছিলে, এখন তা'র ফল খাও। ও মেয়েমানুষের সাজ পর—আর যা'ই কর—তা'দের বড় সহজে এড়াতে পা'চ্ছনা। তা'দের প্রাপ্য তা'রা বুঝে নেবেই।

বৃঃ-শি। যদি রাতারাতি স'রে পড়ি?

আমি। ও দাদামশাই! লোকে মেয়েরা ভাবে, তা'রা ভারি চালাক, কিন্তু পাওনাদারদের যে সুমুখে পিছনে চারটে করে চোখ্ থাকে, তা'ত বোঝ না—তুমি যা'বে কোথা?

বৃ-শি। তবে কি হ'বে, আমিরণ?

আমি। হ'বে আর কি? তা'রা জানে তোমার ঢের টাকা।

বৃঃ-শি। মিছে কথা; আমার কিছু নেই, আমিরণ!

আমি। কিছু নেই—তবে ও পুঁটুলিটা কিসের?

বৃঃ-শি। এটা—এটা—তা তা—এই গোটাকতক—

আমি। গোটা কতক হ'লে, ওর ভারে নুয়ে একেবারে কোঁজা হয়ে প'ড়েছে? বল, ওতে কত আছে—আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কিছু কিছু দিয়ে তাদের মিটিয়ে দিই। কেন আর এ বুড়ো বয়েসে অপমান হবে, দাদা?

বৃঃ-শি। এতে দিদি—এতে দিদি—এই—এই শ'খানেক—

আমি। আঃ, কেন ন্যাকচাতুরী কর? ওতে, যেমন করে হ'ক্ দু'হাজার আসরফির কম নেই।

বৃঃ-শি। আঃ! কি কর? চেঁচাও কেন? দু'হাজার না—দু'হাজার না—এই হাজার খানেক—

আমি। তাই সই ; ঐ থেকে পাঁচশ' থান গুনে দাও, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

বৃঃ-শি। ও বাবা! তা' দিতে হ'লে মরে যা'ব, দিদি।

আমি। তবে দিও না।

বৃঃ-শি। আচ্ছা দশথান দিচ্ছি—

আমি। এ তামাসা নয়, দাদামশাই—তামাসা নয়। হয় ভালয় ভালয় পাঁচশ' খানি দাও—নইলে ঐ সমস্ত গুণে দিতে হ'বে—অথচ শেষ জেলেও যেতে হ'বে, পঁ্যাজ পয়জার দুইই হবে।

বৃঃ-শি। না, না, দিদি! তা' হ'য়ে কাজ নেই। আচ্ছা আর দশ থান দিচ্ছি।

আমি। যাও, যাও, তোমার দিতে হ'বে না।

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

১ম বাঁ। আমিরণ দিদি! এইবার দাদামশায়ের ব্যবস্থা হ'ক্।

বৃঃ শিঃ। কেন, কেন, কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে?

২য় বাঁ। হ'বে আর কি? কাজির পেয়াদা সঙ্গে ক'রে, কতকগুলো লোক তোমায় এসে খুঁজছে। তা'রা টের পেয়েছে তুমি এই দিকে এয়েছ। রক্ষীদের ব'লে এখনি হয় ত এখানে আ'সবে।

বৃঃ-শিঃ। ও বাবা! তবে কি হ'বে? ও দিদি আমিরণ!

আমি। আর আমিরণ কেন? ব'ললুম পাঁচশ' থান গুণে দাও, মিটিয়ে দি'চ্ছি ; তা' যখন দিলে না, তখন নিজেই মেটাও।

বৃঃ-শিঃ। না দিদি—না, তা'দের সঙ্গে দেখা ক'রব না, তুমি যা হয় কর।

আমি। তবে এই সময়—সময় থা'কতে দিয়ে ফে'ল।

বৃঃ শিঃ। তাই ত! এ যে আমার বুকের রক্ত, দিদি! নিজে কেমন ক'রে দে'ব।

আমি। তবে দিও না; চ'ল আমিনা, আমরা সব স'রে যাই।

বৃঃ শিঃ। না, না, যেও না—যেও না—আমি চোখ বুঝে পেছন ফিরে থাকি, তুমি দিদি খুলে, গুণে নাও। (তথা-করণ)।

আমি। (লইতে, লইতে) এই বুঝি তোমার, দাদা, হাজার খানেক?

বৃঃ শিঃ। তা' যাই হ'ক, দিদি—যাই হ'ক—দেখিস্, বেশী নিস্ নি। উঃ! শব্দ শু'নছি আর আমার প্রাণ ফেটে যা'চ্ছে। ওরে আর নিস্ নি—আর নিস্ নি—

আমি। ঠিক যা নে'বার তাই নিয়েছি। আর নেব' না। তুমি এখন এই খানে, এই গাছের আড়ালে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক, আমরা গিয়ে তা'দের সঙ্গে মিটিয়ে আসি, তার পর বেরিও। (জনান্তিকে) ওলো আমিনা, এই এদ্দিনের পর বুড়ীর একটা স্থিতি হল।

(গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।)

(গীত)

যার যত সুখ, তার তত দুঃখ, ওজনে ঠিক সমান।
কম বেশী নয় কাঁটায় কাঁটায় নিক্তির পরিমাণ।

যে যতক্ষণ বাইরে হাসে, হাহা হা হাহা করে,
সে ততক্ষণ ভিতরে কেঁদে লুকিয়ে আঁধার ঘোরে;
আহা ভাগ্য যত বড়, জ্বালা তত তার, রয়েছে ঠিক প্রমাণ্।
আলো পাশে তার ছায়া পেতে হয়, কিছুতে নাই ছাড়ান॥"

বৃঃ শিঃ। (স্বগত) বেটী ধনে প্রাণে মা'রলে! ধনে প্রাণে মা'রলে! একেবারে লুট্ হ'য়ে গেল! উঃ! পেটে না খেয়ে জমিয়ে ছিলুম! এর চেয়ে আমাকে জবাই ক'রে গেল না কেন? আহা আসির্ফিরে! তোরা আমার ছেলে মেয়ের চেয়েও বেশী দরদের—ছেলে মেয়ের চেয়েও বেশী দরদের। ও আবার কে আসে? সাহাজাদী না?

(বৃক্ষান্তরালে গমন)

(আয়েষার প্রবেশ।)

আয়ে। (স্বগত) এ সর্ব্বনাশের মূল আমিই। আমিই আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতার বিপদের একমাত্র কারণ। আমিই আমার সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুতকারিণী। হত-ভাগিনী আমি, নিজের স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে, সকলের চক্ষে জলধারা বর্ষণ করাচ্ছি। পিতার বিবর্ণ মুখ-মণ্ডল, মাতার অশ্রুপ্লাবিত গণ্ডস্থল, স্বামীর উন্নত শির-দুশ্চিন্তাবনত যখনই দেখি, তখনই প্রাণ হয়, ভগবন্! আর কেন? এই রাজসংসারের এই সুতীক্ষ্ণ কণ্টকটাকে আর কেন রেখেছেন? এ কণ্টক অপসারিত হ'ক্। যে বিষের জ্বালায়, পিতা, মাতা

স্বামী অনবরত ছট্‌ফট্‌ ক'রছেন, সেই বিষপাত্রটাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করুন্। সেটা চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে সামান্য ধূলিকণায় পরিণত হ'য়ে যা'ক্। যার সত্তা জগতের অমঙ্গলের কারণ, তার সত্তায় আর কায কি প্রভু ?

(গীত)

আমায় কি হবে রাখিয়ে আর।
ভগবান্—কর ত্রাণ—
আমি সর্বনাশী—সর্বনাশ করেছি সবার॥
পিতারে করেছি ভিখারী পথের
বহায়েছি মা'র ধারা নয়নের
ধূলায় ধূসর হেন কলেবর হেরেছি সমরে
মৃত সে ভ্রাতার।
না জানি কি হবে, আসন্ন আহবে
বীরশিরোমণি স্বামীর আমার॥

(একপার্শ্ব হইতে অলক্ষিতে মেহেরার প্রবেশ।)

মেহের। (স্বগত) এই ত সুযোগ, এই ত সুবিধা! আর কেন? এ অবসর ত্যাগ ক'রলে আর আ'সবেনা। যে বাঘিনী স্বামিনীর বুকের রক্ত শু'যছে—আজ এই খানে তা'র বুকের রক্ত শুষে নিয়ে, স্বামিনীর ভবিষ্যৎ সুখের পথ পরিষ্কার ক'রে দিব! (প্রকাশ্যে) পাপীয়সি! মরণে প্রস্তুত হ'। (ছোরা হস্তে অগ্রসর)।

আয়ে। (সচকিতে পশ্চাতে ফিরিয়া) এ কি ? এ কি ?

মেহে। পাঠানীর প্রতিহিংসা! (ছোরা উত্তোলন)।

বৃ: শিঃ (অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া) কি করিস রাক্ষসি? (হস্তধারণ ও ছোরা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)।

মেহে। (বৃদ্ধের সহিত বলপ্রকাশ করিতে করিতে) ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—শোণিত পানে পাঠানীকে বাধা দিস্ নি।

বৃঃ-শিঃ। কে আছ? শীঘ্র এস। সাহাজাদীকে রক্ষা কর।

(মহম্মদ ও আমিরগণের দ্রুত প্রবেশ)

মহ। (ছোরা কাড়িয়া লইয়া) এ কি? এ যে আমার সেই পাঠানী পল্লীর বাঘিনী মুহচন্দ্রী। তুই এখানে কি ক'রে এলি?

মেহে। তোমার সর্ব্বনাশ ক'রতে এসেছি, সাহাজাদা। স্বামিনীর আদেশে, তোমার এই পিশাচী পত্নীর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে, ওর শোণিতাক্ত হৃদ্‌পিণ্ড তাঁ'কে উপহার দেবার জন্য এসেছি!

মহ। বুঝেছি,—সব বুঝেছি—এখনি এ রাজ্য হ'তে পলায়ন কর্। তুই বা তোর স্বামিনী অস্ত্রাঘাতের উপযুক্ত ন'স্—পদাঘাতই তোদের পক্ষে যথেষ্ট। যা' দূর হয়ে যা'।

(পদাঘাত)

মেহে। তা যা'চ্ছি। কিন্তু তোমার যা সর্ব্বনাশ ক'রে গেলাম, তা'তে শত পদাঘাতেও তুমি রক্ষা পা'বে না।

(গমনোদ্যত)

বৃঃশি। তুই এখনি যা'বি কোথায়? তোর জন্য আমার বাঁচিশো আসরফি নষ্ট হয়েছে; তা দিয়ে, তবে যেতে পাবি।

(পথ আটক করণ)

মহ। এ আবার কি ব্যাপার?

আমি। এর মধ্যে অনেক রহস্য আছে, সাহাজাদা! চলুন, বলিগে।

(বৃদ্ধ শিকদার ও মেহেরা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বৃ-শি। দে আসরফি দে, দে ব'লছি।

মেহে। হুঃ তোর আসরফি। (ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রস্থান)।

বৃ শি। ওরে কে আছিস ? ধর্! আমায় খুন ক'রে পালাচ্ছে।

ধর্, ধর্,—ওরে গেল যে। ধর্ না রে—আমার পাঁচ'শ আসরফি পলায় যে রে—ধর্ না রে—

(উঠিয়া খোঁড়াইতে ২ প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঢাকা—প্রাসাদ মধ্যস্থ প্রশস্ত কক্ষ।

(সাহসুজা ও বাখেরের প্রবেশ।)

সাহ। বাখের, এই পত্র পাঠ কর।

বাখে। (পত্র লইয়া) এ পত্রশিরে যে সাহাজাদা মহম্মদ সাহেবের নাম অঙ্কিত রয়েছে।

সাহ। তা' আছে। তার পিতৃ-প্রেরিত পত্র, পাঠ কর।

বাখে। (পত্র পাঠ)

"আলমগীর বাদসাহের পুত্র মহম্মদ সাহ প্রতি :—আমার সহিত যাহার জীবনের সুখ শান্তি বিজড়িত, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার—যুদ্ধে রত, শীঘ্র পারে, সুজাকে বন্দী করিয়া আনিবে—প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল। প্রায় সাত মাস অতীত হইল, সে প্রতিজ্ঞা ত' রক্ষিত হয় নাই—অথচ একটা রমণীর মোহে মুগ্ধ হইয়া সেই

পুত্র আমার, পিতৃ-বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল; এক্ষণে অনুতপ্ত হইয়া [illegible] করাতে মার্জ্জনা না করিয়া থাকিতে [illegible]। কিন্তু পত্রে যাহা স্বীকার [illegible] না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় স্নেহের পাত্র [illegible] গণ্য হইবে [illegible]।"

সাহ। কি বু'ঝলে, বাখের?

বাখে। এ পত্রে ত' প্রভু আওরঙ্গজেবের শিল মোহর ঠিক, এত জাল নয়—কিন্তু একি?

সাহ। তাই ত' বাখের, এ ক্ষেত্রে আমার কি করা কর্ত্তব্য?

বাখে। প্রভু, কি আর ব'লব? আমি ভা'বছি, এ পৃথিবীতে মায়া মমতা প্রায়ই অপাত্রে ন্যস্ত হয় কেন? কি দুর্দ্দৈব বলুন দেখি; যা'কে কাল আপনি কন্যাদান ক'রেছেন, আজ কি না সেই কৌশলী যুবক কৌশল-জাল বিস্তার ক'রে, আপনার পক্ষ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছে! এমন কি, হয় আপনাকে হত্যা, নয় বন্দী ক'রবার কথাও পিতাকে জানিয়েছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সাহাজাদা যে এমন পাষণ্ড হ'তে পারেন, একথা কা'রও কল্পনায়ও কখনও আসে নি।

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। আপনি কি আমায় আহ্বান করেছেন?

সাহ। হাঁ বৎস! এই পত্র পাঠ কর।

(মহম্মদ কর্ত্তৃক পত্রপাঠ)

সাহ। কা'র এ পত্র? উত্তর দিতে কুণ্ঠিত কেন হ'চ্ছ? তোমার ত শিলমোহর চি'নতে বিলম্ব হওয়া সম্ভব নয়।

মহ। শাহ্‌সুজা, আমি নির্দোষ।

সাহ। হ'তে পারে। আমার বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না; অবিশ্বাসে কি যন্ত্রণা তুমি জান না। আমি অবিশ্বাস ক'রতে চাই না, কিন্তু আমার সময় মন্দ, এ সময়ে শান্তিপ্রদ বিশ্বাস আমার হৃদয় ত্যাগ ক'রেছে।

মহ। আমি আপনারই কুলোদ্ভব, আমায় বিশ্বাস করুন।

সাহ। আমার কুলোদ্ভব বটে, কিন্তু আওরঙ্গজেবের পুত্র, আওরঙ্গজেবের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

মহ। পিতঃ, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন, আমি আয়েষার দোহাই দিয়ে ব'লছি, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ব'লছি, পবিত্র প্রণয়ের দোহাই দিয়ে ব'লছি, আমি এ পত্রের কিছুই জানি না। সমস্তই আমার পিতার চক্রান্ত। তাঁ'র দূত এখনও প্রতিবর্ত্তন করে নি; আপনি পত্র দেখে কি ব্যবস্থা করেন, বোধ হয় জা'নবার জন্য—সে এখানে অবস্থান ক'রছে, আপনার কন্যার প্রতি কৃপা ক'রে অনুসন্ধান করুন। সে দূত ধৃত হ'লে, আমি আমার নির্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে স্থাপন ক'রতে পা'রব।

সাহ। না বৎস! আর তোমায় আমার সাক্ষী ক'রব না। সত্যই যদি তুমি আমার পক্ষ অবলম্বন ক'রে থাক, পুত্রস্নেহে তোমার পিতা অবশ্যই তোমায় মার্জ্জনা ক'রবেন। তুমি তোমার পিতৃস্থানে ফিরে যাও।

মহ। আপনি কি অনুমান করেছেন, সেই আমার শ্রেয়ঃ?

লোক ধর্ম্মে সেই আমার কর্ত্তব্য? লোকধর্ম্ম দূরে যা'ক—হীন স্বার্থপরতাও সে কার্য্যে আমায় বিরত ক'রবে। আওরঙ্গজেবের হৃদয় প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন, তথায় পিতৃমমতা নাই, ভ্রাতৃমমতা নাই, পুত্রমমতাও নাই।

সাহ। সত্যই যদি তোমার পিতা এরূপ কঠিন হ'ন, যে তা'র নিকটে মার্জ্জনা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি তুমি এস্থান পরিত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত হও। যে ধন-রত্ন তোমার ইচ্ছা, আমার নিকটে গ্রহণ কর। তোমার স্বেচ্ছামত অপর স্থানে তোমার পত্নীকে নিয়ে অবস্থান ক'র।

মহ। ভাল, আমি যাবার জন্য প্রস্তুত, জামাতাকে এক ভিক্ষা দিন।

সাহ। কি?

মহ। প্রতিশ্রুত হ'ন।

সাহ। আমি প্রতিশ্রুত।

মহ। আপনার কন্যার রক্ষাভার গ্রহণ করুন। আপনার কন্যার অপর স্থান নাই। আপনার জামাতা বিপন্ন, তা'র নিকট স্থান নাই; পতি অভাবে পিতৃগৃহেই কন্যা স্থান পায়; আপনার কন্যাকে পরিত্যাগ ক'রবেন না।

সাহ। তোমার পত্নীকে ল'য়ে যে'তে, তুমি অসম্মত কি নিমিত্ত?

মহ। যদি আপনার কন্যা নিরাপদে থাকেন, আওরঙ্গজেবের

কুটিল মস্তিষ্ক হ'তেও এরূপ দণ্ড উদ্ভাবিত হ'বে না, যা'তে মহম্মদকে পীড়িত ক'রবে। আয়েষা নিরাপদে—যদ্যপি এ ধারণা আমার থাকে, তা' হ'লে নরকেও আমার স্বর্গ। কেবল একমাত্র আয়েষার যন্ত্রণা আমি আশঙ্কা করি। আয়েষাকে পিতা সাদরে অন্তঃপুরে স্থান দিবেন। কিন্তু পতিপ্রাণা আয়েষা যদি আমার দণ্ডসংবাদ প্রাপ্ত হয়, সহস্র বৃশ্চিক জ্বালা অনুভব ক'রবে। আমার যন্ত্রণায় তা'র যে কিরূপ যন্ত্রণা, তা' কেবল একমাত্র আমি জানি। পৃথিবীতে অপর কেহই জানে না। সে যন্ত্রণা হ'তে আপনার কন্যাকে রক্ষা করুন।

সাহ। যদি তুমি তোমার কঠোর পিতার স্থানে একান্তই মার্জ্জনা প্রাপ্ত হ'বে না, এরূপ আশঙ্কা কর, তুমি ছদ্মবেশে, লুক্কায়িত ভাবে অপর স্থানে অবস্থান কর না।

মহ। ভারতবর্ষে, আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি চলে না, এমন স্থান নাই। তাঁ'র সতর্ক দূত সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করে।

সাহ। তবে তুমিই আরাকাণ-রাজের শরণাপন্ন হও, আমি স্থানান্তরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি।

মহ। না—আমার আত্মরক্ষার ইচ্ছা নাই। পিতার নিকট দণ্ডগ্রহণই আমার প্রার্থনা। লোকের মনে সন্দেহ হ'তে পারে, যে সত্য সত্যই আমি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি। কিন্তু আমার পিতৃ-আজ্ঞায় দণ্ডগ্রহণে সে অপবাদ দূর হ'বে। আপনার মনেও একদিন উদয় হ'তে পারে, যে হয় ত বা বিনা দোষে আপনার জামাতাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

সাহ। বৎস, আমার সন্দেহ দূর হ'য়েছে, তুমি নির্দ্দোষ।

মুহ। জ্যেষ্ঠতাত, মানবজীবনে সন্দেহ এরূপ তুচ্ছ বৃত্তি নয়, যে একবার উদয় হ'লে সর্ব্বতোভাবে তা' নির্ব্বাপিত হয়। উপস্থিত সন্দেহ দূর হ'য়ে থা'কবে; কিন্তু সে সন্দেহ আবার উদিত হ'বে। আপনার ওমরাওগণ বিবেচনা ক'রবে, যে আমি নিরপরাধ নই; জামাতৃ-স্নেহে আপনি মার্জ্জনা ক'রেছেন মাত্র। আমার কলঙ্কমোচনের অবসর দিন। আমি চ'ললেম।

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

সাহ। কি হ'ল?

বাখে। সৎ যুক্তির কার্য্যই হ'য়েছে।

সাহ। মহম্মদ নির্দ্দোষ।

বাখে। আপনার প্রত্যয় হ'তে পারে, আপনার ওমরাহ-গণের প্রত্যয় হ'বে না। আর যা'র উপর সন্দেহের ছায়া মাত্র আছে, এ সময়ে তা'রে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

সাহ। ভাল, এক কর্ত্তব্য ত' সাধন হ'ল। চল, ওমরাওগণ অপর কি কর্ত্তব্য স্থির করেন, দেখা যাক। পুনঃপুনঃ পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয়েছে, যে আমি স্বাধীন ইচ্ছায় চালিত হবার উপযুক্ত নই। দেখি, পরেচ্ছায় চালিত হ'য়ে কি ফললাভ হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

বাদীগণের প্রবেশ ও গীত।

আমরা সুখের বাসর সাজায়ে রেখেছি
দুঃখের আঁধার ঘরে।
রোদনের রোল হাসিতে ডুবায়ে
সুখে ভাসি দুঃখ-সরে।
গাঁথিয়া মালিকা সুখান ফুলের
দুলায়েছি চারিধারে এ গৃহের,
দুঃখে সুখী হ'বে সুখেতে রাখিবে
দুঃখের ভিতর সুখ বিলাইয়ে,
অসুখী হইতে দিব না;
দুঃখ কারাগারে সুখের পিরিতি
দেখিবে অমরে নরে॥

[বাদীগণের প্রস্থান।

(আয়েষা ও আমিরণের প্রবেশ।)

আয়ে। আমিরণ, তুমিই তাঁ'কে আমার কাছে এনেছিলে, আজ আমায় তাঁ'র কাছে রেখে এস।

আমি। তুমি কুলবালা, কোথা যা'বে?

আয়ে। তাঁ'র কাছে, সতীর যেথায় স্থান—সেই পতির কাছে।

আমি। তিনি কোথায় চলে গিয়েছেন, তা'ত জানি না।

আয়ে। আমি জানি। তোমায় অধিক ক্লেশ দেব না, তুমি আমায় আগরীর পথ দেখিয়ে দাও।

আমি। তাই কি তিনি তাঁ'র পিতার কাছে যা'বেন? আমি

উ' এ কথা বিশ্বাস করি না। তিনি যেরূপ উচ্চচেতাঃ, তিনি কখনও সাহসুজাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন নি।

আশ্লে। আমিরণ, ঈশ্বর করুন, তুমি চিরসুখিনী হও। উঁর জীবনে কখনও তাঁ'কে প্রবঞ্চনা ক'রতে দেখি নি। তিনি প্রবঞ্চনা জানেন না, পরিহাস ক'রেও তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।

আমি। তবে কি তিনি মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রতে গিয়েছেন ?

আশ্লে। না, তিনি অসৎ কর্ম্ম কখনও করেন না, সেই নিমিত্ত কাহারও নিকটে মার্জ্জনার তাঁ'র প্রয়োজন নাই।

আমি। তবে তিনি আগরায় গিয়াছেন, কি নিমিত্ত মনে ক'রছ ?

আশ্লে। তিনি তাঁ'র পিতার নিকটে দণ্ডগ্রহণ ক'রতে গিয়েছেন।

আমি। সে কি! আমিত তোমার কথা বু'ঝতে পা'রছি না।

আশ্লে। কেন আমিরণ, সহজ কথা বুঝতে পা'রছ না কেন ?

আমি। স্বেচ্ছায় কে দণ্ডগ্রহণ ক'রতে যায় ?

আশ্লে। তিনি নিজ কলঙ্কমোচনের জন্য গিয়াছেন। তিনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'লে, তাঁ'র উপর কলঙ্কের ছায়ামাত্র থা'কবে না। লোকে তাঁ'র কলঙ্ক রটনা ক'রলে, পাছে আমি ব্যথা পাই—নচেৎ তিনি মিথ্যা অপবাদে কাতর ন'ন।

আমি। তবে তুমি কোথায় যেতে চাইছ ?

আশ্লে। কেন, তাঁ'রই কাছে।

আমি। সে কি!

আশ্লে। কেন আমিরণ বু'ঝতে পা'রছ না ? তিনি আমায়

ফাঁকি দিয়ে গিয়েছেন; তিনি আমায় তাঁর সুখের সুখী ক'রেছেন, দুঃখের ভাগে বঞ্চিত ক'রতে চান; তা' ত' হ'তে পারে না।

আমি। কি ব'লছ, সাহাজাদি! কঠিন আওরঙ্গজেব, যা'র পুত্রের প্রতি মার্জ্জনা নেই, সে কি পুত্রবধূকে মার্জ্জনা ক'রবে ?

আয়ে। আমি কি তাঁ'র কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রতে যা'ব ? যদি মার্জ্জনা করেন, আমি জানু পেতে করযোড়ে দণ্ড যাচ্ঞা ক'রব।

আমি। তোমার পিতার সম্মতি নেবে না ?

আয়ে। যে দিন তাঁ'কে এনেছিলে,আমিরণ, সে দিন ত পিতার সম্মতি নাও নি; আজ তাঁ'র কাছে নিয়ে যা'চ্ছ,পিতার সম্মতি কেন? আমায় নিয়ে চল, আমি স্বার্থপর, তোমার আপত্তি শু'নব না। তুমি আমায় সাহায্য না ক'রলে, আর ত আমার হেথায় কেউ নাই। তুমি আগরার পথ দেখিয়ে দিয়ে, ফিরে এস।

আমি। চল।

আয়ে। আমি প্রস্তুত আছি। তোমার স্বামীকে ব'লবে না ?

আমি। সকল সৎকার্য্যেই আমার স্বামীর অনুমতি আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আগরা—দেওয়ান-ই-খাস।

(আওরঙ্গজেব ও ওমরাওগণ আসীন।)

১ম ও। সাহান্-সা-বাদসাহের আদেশ হ'লে, সাহজাদা মহম্মদ-কে সভাস্থলে আনয়ন করা হয়।

আও। বিদ্রোহী বন্দী বিচারার্থ আনিত হোক।

(প্রহরীগণ বেষ্টিত স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ মহম্মদের প্রবেশ।)

১ম ও। জাঁহাপনা! বন্দী উপস্থিত।

আও। এই যে মহম্মদ! আত্মদোষক্ষালনের কিছু প্রমাণ থাকে, ব'লতে পার।

মহ। ব'লবার পূর্ব্বে শুনতে চাই আমি কি দোষে দোষী।

আও। প্রজার পক্ষে, যে দোষের অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছু নাই, তুমি সেই দোষে দোষী, তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রেছ—বিদ্রোহাচরণ ক'রেছ—বাদশাহের পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে, তাঁর শত্রুসঙ্গে মিলিত হ'য়েছ।

মহ। আমি বিশ্বাসঘাতক নই, বিদ্রোহাচরণও করি নি, বাদসাহের পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে, তাঁর শত্রুপক্ষেও মিলিত হই নি।

আও। সে কি! তুমি কি আমার পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে, সাহসুজার পক্ষ অবলম্বন কর নি?

মহ। তা' ক'রে থা'কতে পারি। কিন্তু আপনি ত আমা। বাদসাহ ন'ন।

আও। তবে কে তোমার বাদসাহ ?

মহ। জাঁহাঁর বাদসাহ, আমার পূজ্যতম পিতামহ সাহজাহান।

আও। নির্ব্বোধ বালক! মনে নাই—তুমিই ত নিজহস্তে তোমার পিতামহ সাহজাহানকে বন্দী ক'রেছ ?

মহ। আমি মূর্খ, নরাধম, কূটকৌশলে অনভিজ্ঞ। তাই কূটকৌশলী পিতার আদেশে, বৃদ্ধ, পীড়িত পিতামহকে বন্দী ক'রে, মহাপাতকের সাগরে মগ্ন হ'য়েছি।

আও। পূর্ব্বতন মোগল নরপতিরা এরূপ দুর্ব্বিনীতকে প্রকাশ্য-স্থলে, শত সহস্র বেত্রাঘাতের আদেশ দিতেন—এরূপ অসংযত কঠোরভাষী জিহ্বা-কর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব ক'রতেন।

মহ। আপনি ইদানীন্তন বাদসাহ, আমার মস্তকচ্ছেদনের আবশ্যকতা অনুভব করুন। আত্মীয়ের শোণিত-পাতে ত আপনি অনভ্যস্ত ন'ন। এক জ্যেষ্ঠের শোণিতপাতে তৃপ্ত হ'ন নি, অন্য জ্যেষ্ঠের শোণিতে হস্ত রঞ্জিত ক'রে, সিংহাসনে অচল অটলভাবে ব'সে, এই পাপলব্ধ রাজ্য শাসনে ব্যাপৃত হ'তে প্রস্তুত হ'য়েছেন; এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোণিতে সেই আসন নিষ্কণ্টক করুন।

আও। তবে তা'ই হ'ক। বন্দী! যে অপরাধে তুমি অপ-রাধী, যে অপরাধ ক্ষালনের জন্য তোমায় যথেষ্ট অবসর দেওয়া হ'য়েছিল,সে অপরাধ অপ্রমাণ ক'রতে তুমি একেবারেই সক্ষম হও নি। এ অপরাধের শাস্তি—মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুতে তোমার দণ্ড হ'বে না।

কিরূপ দণ্ড কোন ব্যক্তির উপযুক্ত, তা' তোমার পিতা যে বিশেষ অবগত আছেন, বোধ হয় তুমি অস্বীকার কর না।

মহ। তবে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন।

আও। অন্ধকার কারাগারে আজীবন আবদ্ধ থাকবে।

মহ। বোধ হয় পিতা জানেন না, এরূপ দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি। মৃত্যু বা বিপদকে উপেক্ষা ক'রতে, মোগল ত' বাল্যাবধিই দীক্ষিত হয়। কয়েক দিনের নিমিত্ত দেহ আবদ্ধ থাকায়, যা'র ঈশ্বরে প্রত্যয় আছে, সে দণ্ডিত হয় না। সে জানে, যে অচিরে দেহভার হ'তে মুক্ত হ'য়ে, তা'র ঈশ্বরলুব্ধ চিত্ত ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হ'বে। আজ্ঞা দিন, পিতাপুত্রের মিলন অবসান হ'ক।

আও। কারাগারে লয়ে' যাও। (মহম্মদকে লইয়া প্রস্থান)। না, এতেও ওর দণ্ডবিধান হয় নি। মনের স্বাধীনতা-হরণ হ'বে না। কি দণ্ড বিধান ক'রব? চিন্তার বিষয় বটে। মহম্মদ! তুই আমার পুত্রের যোগ্য, কিন্তু কেন তোর দুর্বুদ্ধি হল? বাল্যাবধি দেখেও কি শিখিস নি যে আমার মার্জ্জনা নাই? তোর উপযুক্ত দণ্ড অবশ্যই বিধান ক'রব।

(আয়েষার প্রবেশ।)

আও। কে তুমি?

আয়ে। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী—আপনার পুত্রবধূ।

আও। এস, মা! রাজপুরে সচ্ছন্দে অবস্থান কর। তুমি

মোগলের কন্যা, মোগলের পুত্রবধূ, বাদসার যত্নের ধন। অদ্যই তোমার নিমিত্ত সুন্দর মহল সজ্জিত ক'রে দিব, তুমি সুখে অবস্থান ক'র।

আয়ে। জাহাঁপনা! আমি রাজাদর প্রার্থিনী হ'য়ে উপস্থিত হই নি, আমার অন্য প্রার্থনা আছে।

আও। প্রার্থনা ব'লবার পূর্ব্বে, বৎসে, শোন! বাদসার কার্য্য দোষীর প্রতি দণ্ডবিধান। যথোচিত ন্যায়-দণ্ডপ্রদান ব্যতীত বাদসাহের দায়িত্ব মোচন হয় না।

আয়ে। জাহাঁপনা! আমার স্বামীর নিমিত্ত ত আমি প্রার্থনা ক'রতে আসি নি।

আও। তবে কি তোমার প্রার্থনা, বল! প্রার্থনা অবশ্যই রক্ষিত হ'বে।

আয়ে। আমার স্বামীর নিকটে আমায় স্থান দিন।

আও। এ কিরূপ প্রার্থনা? তোমার স্বামী বিদ্রোহী—সে অন্ধকার গৃহে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ থা'কবে, তুমি কেন তা'র সহিত কষ্ট পা'বে? আমিই বা আমার পুত্রবধূকে এরূপ দুঃখময় স্থানে কি জন্য প্রেরণ ক'রব?

আয়ে। জাঁহাপনা! যদি আপনার পুত্রবধূকে আদর করা আপনার অভিপ্রায় হয়, যদি তা'রে সুখী করা আপনার মন্তব্য হয়, আমার আবেদন গ্রহণ করুন। জা'নবেন, সেই তমোময় গৃহ আমার স্বর্গ অপেক্ষা সুখস্থান— এ জগতে আমার অন্য সুখস্থান নাই।

আও। বৎসে। বিনা দোষে তোমার প্রতি এরূপ কঠোর

ব্যবহারে লোকে আমায় কি ব'লবে ? তুমি তোমার কঠিন পণ পরিত্যাগ ক'রে নিরাপদে রাজপুরে অবস্থান কর।

আয়ে। জাঁহাপনা! আমার আপদ নিরাপদ কি? আমি দিবারাত্রি কণ্টকের উপর পদবিক্ষেপ ক'রছি; আমার অঙ্গে কণ্টক, কণ্টকের উপর আমার শয্যা, অনুতাপ কণ্টক আমায় অনবরত বিদ্ধ ক'রছে। আমি দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে কারাবাসী ক'রেছি, আমিই তাঁ'রে পিতৃদ্রোহী করেছি। আমার পিতামাতা তাঁ'রে স্থান দেন নি, আমিই তাঁ'র সর্ব্বনাশের হেতু। যতদিন স্মৃতি থা'কবে, এ অগ্নিশিখা কি কখনও নির্ব্বাণ হ'বে? তবে জাহাঁপনা, পুত্রবধুকে কোথায় সুখে রা'খবার কল্পনা ক'রবেন?

আও। বৎসে, আমায় নিরুত্তর ক'রেছ। লোকের অপবাদ আমায় উপেক্ষা ক'রতে হ'বে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। বাঁদি! মহম্মদের কারাগারে এঁকে লয়ে যাও।

[আয়েষাকে লইয়া বাঁদীর প্রস্থান।

মহম্মদ! তোমার দণ্ডবিধানের জন্য আমার বিশেষ মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যক হয় নি, তোমার স্ত্রী আমার সে উপকার সাধন ক'রেছে। মহম্মদ! আজ তোমায় দণ্ডিত ক'রব, তোমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান হ'বে। তোমার প্রণয়িনীকে কারাগারে দেখে তোমার বজ্রহৃদয়ও চূর্ণ হবে।

(রিজিয়ার প্রবেশ)

ইনি কে?

রিজি। আমি বিজিত পাঠান কন্যা—আপনারি পুত্রবধূ।

আও। অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে, হেথায় কি নিমিত্ত?

রিজি। স্বামীসেবার প্রার্থনায়।

আও। বুঝেছি! তোমারই সখি আমার পত্র লয়ে গিয়ে আমার কার্য্য ক'রেছে; তোমারই সখির কৌশলে মহম্মদ হস্তগত হ'য়েছে তোমার ইচ্ছা কিরূপ দণ্ডিত করেছি দে'খবে, সে অধিকার তোমায় এই দণ্ডে দিতে প্রস্তুত। তোমায় প্রত্যাখ্যান ক'রে পাষণ্ডের কিরূপ শাস্তি তুমি নিজচক্ষে দর্শন ক'রবে। অতি কঠোর কারাগারে তা'রে স্থান দিয়েছি। আলোকশূন্য কারাগার—সেথায় সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না। চল দে'খবে—তোমায় উপেক্ষা ক'রে বর্ব্বরের কিরূপ দণ্ড! আমিও তৃপ্ত হ'য়েছি, তুমিও তৃপ্ত হ'বে।

রিজি। জাহাঁপনা! শুনেছি আপনি মানবচরিত্র ভেদ ক'রতে অদ্বিতীয়। কিন্তু আজ দে'খছি—পুরুষচরিত্র ভেদ-ক'রতে পারেন, নারীচরিত্র নয়! কেন আমার স্বামীর বৈরী হ'য়েছিলেম, তা' আপনি বু'ঝতে পারেন নি। আমি তাঁ'র উপর রাগ করি নি। আমি রমণী—কিরূপে তাঁ'র উপরে রাগ ক'রব? তবে কেন এ ষড়যন্ত্র শুনুন; তিনি আমার হৃদয়ের ধন, তাঁ'র যত্ন আমিই জানি, সে যত্ন অন্যে কে জা'নবে? সে রত্নের যত্ন অন্য কে জা'নবে? সেই জন্য, যখন তিনি

আয়েষার প্রেমে আবদ্ধ হ'ন, আমি দাবদগ্ধা হরিণীর ন্যায় ব্যাকুলা হয়েছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, যেরূপে হয়, আমার যত্নের নিধিকে ফিরিয়ে এনে, আমি যত্ন ক'রব। আমি অবলা--বুঝতে পারি নি। পুত্র অপেক্ষা যে পুরুষের সিংহাসন প্রিয় হয়, এ কথা আমার জানা ছিল না; আমরা মা'র প্রাণ বু'ঝতে পারি, কিন্তু বাপের কিরূপ প্রাণ, তা' আমাদের বোঝবার শক্তি নাই,—ভেবেছিলেম, মার প্রাণেরই মত; কিন্তু সে আমার ভ্রম। এক্ষণে বাদসার দ্বারে আমার প্রার্থনা—আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী, রমণী যতদূর অপরাধে অপরাধী হ'তে পারে, আমি ততদূর অপরাধী, আমার প্রায়শ্চিত্ত ক'রবার সুযোগ প্রদান করুন।

আও। তুমিও কি কারাগারে যেতে প্রস্তুত? কিন্তু হয় ত জান না সেখানে তোমার চক্ষুঃশূল সপত্নী আছে; সুজার কন্যা স্বামীসেবা গ্রহণ ক'রে তথায় গিয়েছে।

রিজি। এখন আর তা'র প্রতি আমার সপত্নীর ঈর্ষা নাই, তিনি আমার ভগ্নী, কর্ত্তব্যপরায়ণা ভগ্নী, ভে'বেছিলেম তিনি মায়াবিনী, কীব ভাবে আমার স্বামীর মনোহরণ ক'রেছেন। কিন্তু না—তিনি প্রেমিকা, এরূপ প্রেমিকা যদি জা'নতেম, সে পরিচয় যদি পূর্ব্বে পেতেম, তা' হ'লে, আমার অমূল্য রত্ন তাঁর নিকট রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পা'রতেম, হয় ত বা মনে ক'রতেম, আমার নিকট অপেক্ষা, তাঁ'র নিকট অধিক যত্ন

পা'বেন। ছদ্মবেশে তার দাসী হয়ে, সেই পতিপ্রাণা বান্দার পতিসেবা দেখে তৃপ্ত হ'তেম, পতিসেবা শিক্ষা ক'রতেম। যা' হ'বার হয়েছে, ফি'রবে না—জাঁহাপনা। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন!

আও। স্বীকার পাই, নারীচরিত্র আমার নিকট দুর্জ্ঞেয়। এস তোমার অভিলাষ পূর্ণ করি!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০—

(গোয়ালিয়র দুর্গস্থ তমোময় কারাকক্ষ)

(মহম্মদ আসীন)

মহ। বোধ হয়, ভারতবর্ষে মোগল রাজগৃহের অবস্থা মানব কল্পনা দ্বারা চিত্রিত হয় না। সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হ'লে, মানব বিশ্বাস অতিক্রমণ ক'রবে। দৈত্যরাজ্যেও এরূপ ঘটনা সম্ভব কি না, জানি না। কিন্তু মোগল রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব, মোগল রাজ্যে মানব প্রস্তর-নির্ম্মিত। আমার এক শান্তি, এ দুঃখের ভাগিনী আয়েষা হয় নাই, বাদসার কঠোর হস্ত তা'রে স্পর্শ করে নি, কিন্তু সে কাতরা—আমার জন্য কাতরা, এ জীবনে সে ত কখন আমায় ভু'লবে না। আহা

সে হতভাগিনী আমার উদ্দেশ না পেলে, এক মৃত্যুতেই তা'র যন্ত্রণার অবসান হ'বে।

(আয়েষার প্রবেশ।)

মহ। কেও? রক্ষি?

আয়ে। না প্রভু—তোমার দাসী। আমি তোমার সুখ, দুঃখ, উভয়ের অংশী; আমি সেই দুঃখের অংশ গ্রহণের জন্য এসেছি, আমায় সে দুঃখের অংশ হ'তে বঞ্চিত কেন ক'রেছ?

মহ। আয়েষা! যা'কে যদি অত্যুচ্চ সিংহাসনে বসা'তে পা'রতেম, তা'হ'লেও মনে হ'ত, তার যোগ্য আদর হয় নি, সেই আয়েষা, কারাগারে, আমার দুঃখের ভাগিনী হ'তে এসেছে, এ দুঃখের চরম বটে! পিতার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল! তিনি চিরদিন দম্ভ করেন, যে যোগ্য দণ্ডবিধান ক'রতে তিনি জানেন, আমি তাঁর সে কথা উপেক্ষা করেছিলাম, ভেবেছিলেম, উচ্চ মন অবনত ক'রবার শক্তি তাঁ'র নাই; সে শক্তি তাঁ'র সম্পূর্ণ আছে। ভগবন্! কতদিনে এ দুঃখের অবসান হ'বে?

আয়ে। মহম্মদ! তুমি কেন সন্তাপিত হ'চ্ছ? খোদা দয়াময়; হ'ক তমোময় কারাগার, তোমায় আমায় যখন একত্র স্থান দিয়েছেন, এ তমোময় কারাগারই আমাদের স্বর্গধাম; কারাগার আমাদের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা-মুক্ত ক'রেছে।

মহ। আয়েষা! আমাদের জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল; না জন্ম হ'লে ত' পরস্পর দেখা হ'ত না—পরস্পরে

মিলন হ'ত না—মিলনে বিচ্ছেদ হ'ত না, এরূপ যদি ভয় হ'লে কারাগারে মিলন হ'ত না। যা'ক, যা' হ'বার হ'য়েছে, আর উপায় কি? আয়েষা! এখন মৃত্যুই আমাদের মঙ্গল।

আয়ে। মহম্মদ! জীবনে আমাদের কিসের দুঃখ? তুমি আমি একত্রে আছি, আর দুঃখ কিসের?

মহ। তা সত্য, কিন্তু আয়েষা, আমাদের বিবাহের দিনে কল্পনা ক'রেছিলেম, তোমায় রাজসিংহাসনে বসিয়ে, বারম্বার তোমার মুখ চন্দ্রমা দে'খব, কল্পনা করেছিলেম, কায়মনোবাক্যে যা'তে তোমায় দুঃখের ছায়া না স্পর্শ করে, সে জন্য যত্নবান্ হ'ব। তুমি সকলের ঈশ্বরী হ'বে, আমি তোমার আজ্ঞাবাহী হ'ব,—সাধ ছিল, কিন্তু সে সাধে বিধাতা বাদ সেধেছেন। সাধ সকল, কিন্তু জীবন ত' এখনও রয়েছে। যা'ক, ও কথায় আর প্রয়োজন নাই।

আয়ে। মহম্মদ! মহম্মদ! অধীর হ'ও না।

মহ। আমি ধীর, অধীর নই। আমার দুঃখ অধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম ক'রেছে।

(রিজিয়ার প্রবেশ)

মহ। আবার কে হতভাগিনী?

রিজি। এতদিন হতভাগিনী ছিলেম, এখন সুভাগিনী; স্বামীসোহাগিনী আয়েষার পদসেবিকা। আমি পাপীয়সী, তোমার সেবা ক'রবার আমার অধিকার নাই, তবে যদি ভগিনীর পদসেবা ক'রে আমার

হৃদয় কখনও নির্ম্মল হয়, ভগ্নী যদি কখনও আদেশ দেন, তবে তোমার পাদস্পর্শ ক'রবার অধিকার প্রাপ্ত হব। ভগ্নী আয়েষা! যদি সম্ভব হয়,—তোমার হৃদয় দয়া-মধু পূর্ণ, সেই নিমিত্তই আশা হয়,—তোমার স্বামীকে ব'ল, যে হতভাগিনী রিজিয়া, নারীর সর্ব্বস্ব ধন স্বামীকে, তা'র বুদ্ধি দোষে কারাবাসী ক'রেছে; স্বর্গবাসিনী, মর্ত্ত্যে আয়েষারূপিণী সতীকুলরাণীকে, এই আশাশূন্য কারাগারে, পতির হৃদয়সন্তাপ দর্শনার্থ তা'র পার্শ্ববর্ত্তিনী করেছে। ভগ্নি! এক মিনতি, আমায় বিশ্বাস কর, আমার ভ্রমে এই সর্ব্বনাশ, কিন্তু সে ভ্রমের হেতু আমার ভালবাসা। আমি ভা'বতুম আমার পতি জগতে অতুলনীয়, তাঁ'র যত্ন আমি ব্যতীত আর কেউ জা'নবে না। তোমায় হাবভাবশালিনী কুহকিনী জ্ঞান করেছিলেম; যা'তে তুমি আমার পতির নিকট হ'তে অন্তর হও, সেই জন্য চাতুরী-জাল বিস্তার ক'রেছিলেম, তা'র বিষময় ফল ফ'লেছে। কিন্তু সে হলাহলের আমিও অংশী, তুমি নিজগুণে দাসীকে চরণে স্থান দিও।

আয়েষা। ভগ্নি! তুমি প্রেমিকা, এস আমরা দুই ভগ্নীতে প্রেম বারিদানে, স্বামীর সন্তাপানল, যতদূর পারি, শীতল ক'রবার যত্ন করি। তুমি আমার ভগ্নী, জীবনে মরণে ভগ্নী, এই দুঃখময় কারাগার আমাদের প্রীতি-প্রেমে সুখময় হ'ক। এস দিদি, ভগ্নীপ্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করি।

রিজি। ভগ্নি! ভগ্নি! তোমার সেবার অধিকারও এ দুঃখময় স্থানে গৌরবপ্রদ; তুমি যখন মার্জ্জনা ক'রেছ, আমার পতিও আমায় মার্জ্জনা ক'রবেন, পতির মার্জ্জনায় ঈশ্বরের মার্জ্জনা প্রাপ্ত হ'ব। তোমরা উভয়ে ঈশ্বরের সহচর ও সহচরী, তোমাদের সহচরী হ'ব, এ ভিক্ষা আমায় ঈশ্বর দেবেন।

মহম্। রিজিয়া! স্বেচ্ছায় এ কারাবাসিনী হ'তে এসেছ? তুমি এরূপ উচ্চচেতা আমি জা'নতেম না, কিন্তু নিষ্ফল, এখন একমাত্র মৃত্যুই আমাদের পরিণাম। বোধ হয় বিলম্ব নাই, সে বন্ধু আগত প্রায়; মানব জীবনে এত সহ্য হয়?

(আওরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

পিতা! হেথায় কেন?

আও। পুত্র, আর পুত্রবধূদ্বয়কে দে'খতে এসেছি, তা'রা কিরূপ সুখে বাস ক'রছে।

মহ। দেখুন,—কিন্তু পিতা ব'লতে পারেন, আপনি কি সুখে জীবন ধারণ ক'রছেন? সংসারে কখনও কাউকে আপনার করেন নি, তবে এ মরুময় জীবনে কিরূপে বিচরণ করেন? আপনার স্নেহহীন হৃদয়ে কি বস্তু প্রিয়? সিংহাসন? সিংহাসন ত আপনার কণ্টকপূর্ণ, সন্দেহ আপনার চিরসঙ্গী, লোকপীড়ন আপনার কার্য্য। এ দুঃখময় কারাগার অপেক্ষা শতগুণ দুঃখময় স্থানে অবস্থান ক'রতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু আপনার ন্যায় মুকুট ধারণ ক'রে রাজ্যেশ্বর হওয়া। জীবন

জীবনে ঘোর বিড়ম্বনা—দিবারাত্রি বিড়ম্বনা; তা'র পর যতই আবরণ প্রদান করুন, মৃত্যু নিশ্চয়, আপনার ও মৃত্যু আছে জা'নবেন; এ এক অদ্ভুত কল্পনাতীত অবস্থা বটে।

আও। রাজদ্রোহী মহম্মদের অবস্থা অপেক্ষা কি আমার অবস্থা দুঃখময়?

মহ। যদি সুখময় জ্ঞান করেন, সে সুখ-কল্পনা বোধ হয় অপর কোন মনুষ্যের নাই, বোধ হয় কেহই সে সুখের প্রার্থী নয়। পিতাকে বন্দী করে, ভ্রাতাকে হত্যা করে, পুত্র পুত্রবধুকে কারাগারে স্থান দিয়ে, এই পুত্র পুত্রবধূর যন্ত্রণা দর্শনের নিমিত্ত কারাগারে আগমন করে সুখলাভ, কেবল আপনাতেই সম্ভব।

আও। আর এক সংবাদ দিতে এসেছি, তোমার শ্বশুরের কি অবস্থা জান? ব্যাধবিতাড়িত পশুর ন্যায়, বনে বনে ভ্রমণ করে, অবশেষে আরাকাণরাজের আশ্রয় লয়। খোদার ইচ্ছায়, আরাকাণরাজ কিছুদিন আশ্রয় দিয়ে, একখানা ভগ্ন তরিতে আরোহণ করিয়ে রাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রে দেয়; খোদার ইচ্ছায়, অর্দ্ধ পথে, মূর্খ সুজা সপরিবারে জলমগ্ন হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'রেছে; তা'র আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কেহই জীবিত নাই।

আয়ে। বাদসাহ! যদি আপনার সংবাদ সত্য হয়, আমার পিতা নির্ম্মলাত্মা, নির্ম্মল পারিষদবর্গ বেষ্টিত হয়ে, কলুষিত সংসার ত্যাগ ক'রেছেন, তিনি চিরদিন ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, ঈশ্বর অবশ্যই তাঁকে স্বা-

[illegible] তিনি প্রদান করিয়েছেন। বাদশাহ! একদিন দেখবেন, যে প্রকৃত বাদশাহ আপনি ন'ন, একদিন বুঝবেন, উচ্চচেতাঃ সুজার সহিত আপনার বিস্তর পার্থক্য, এক দিন বুঝবেন ঈশ্বর প্রদত্ত জীবন অপব্যয় করেছেন।

মহ। পিতা, আর আমার উপর আপনার অধিকার নাই, অনন্ত শান্তিময় স্থান আমার দৃষ্টিপথে পতিত! জগদীশ্বর! (পতন ও মৃত্যু)!

আযে। চল প্রভু, আমি কেবল তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। (পতন ও মৃত্যু।)

বিজি। দেবি! দাসীকে ভুলে যেও না! (পতন ও মৃত্যু।)

আও। এ এক দৃশ্য বটে! রাজকার্য্য কঠোর, চিন্তার সাবকাশ নাই।

[প্রস্থান।

(অকস্মাৎ অপরূপ দৃশ্য প্রকাশ, আত্মা[illegible]ণার্থী [illegible]গণের আবির্ভাব।)

গীত।

এস এস হে।
হে সুন্দর, হে মনোহর,
এস মধুরোজ্জ্বল মাধুরী—
চল, যেথাকার সেথা লইয়ে যাও।
হেথা তোমাদের নাহিক' ঠাঁই।
হেথা ফুলে ফুলে কীটের বাস।
সেথা পারিজাত আছে শুধু সুবাস।
হেথা চারিধারে শুধু রোদন রোল।
সেথা হাসি, শুধু মধুর বোল।
সেথা আলো আছে, তাতে আঁধার নাই
প্রেম আছে, তা'তে বিরহ নাই।

যবনিকা।